বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 529. September, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৯ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৪। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

আজি বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। নিয়ম পালন-রূপ কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আজি আমাদিগকে অশ্রু মুছিতে মুছিতে সমবেত হইতে হইল। যিনি বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক, বামাবোধিনীর প্রাণময় পুরুষ, বামাকুলের চির-সুহৃদ, যাঁহার ঐকান্তিক যত্নে আজি বামাবোধিনী, বামাকুলের এত যত্নের, এত আদরের সামগ্রী, সেই যজ্ঞেশ্বর আজি আমাদিগকে অনাথ করিয়া, বামাবোধিনীকে অনাথা করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আজি এ দীনহীনের ভবন রামশূন্য অযোধ্যাগৃহ। এ দিনে, এ ভবনে, এ ঘটনায়, আজি আপনাদিগকে দেখিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের এই শুভ দিন স্মরণ করিয়া আমার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে, এবং মর্ম্মের রক্ত অশ্রুরূপে বহির্গত হইতেছে। আপনারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, বামাবোধিনীর প্রতি অনুরাগ ও এ দীনহীনের প্রতি করুণা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বামাবোধিনী আপনাদের প্রাণের সামগ্রী এবং ইহা আপনাদের রক্ষণীয়া সহোদরা। এক্ষণে বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব ও ইহার জীবনের আশা ভরসা আপনারাই। আমি যতদূর অবগত আছি, মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি,—স্বদেশের বামাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ সমুন্নতি আমার পিতৃদেবের ব্রহ্মসাধনার ন্যায় অদ্বৈত সাধনীয় ছিল। আপনাদের সেই চিরহিতৈষী পিতৃস্থানীয় মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা এ বামাবোধিনীর সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন বিষয়ে আপনারা কি অগ্রসর হইবেন না?

তিনি বামাকুলের দুর্গতিমোচনের জন্য পতিতপাবনের চরণে যে সকল মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি শূন্যে বিলুপ্ত হইবে? কখনই নহে। আমি যেন দিব্য-

চক্ষে দেখিতেছি, তাঁহার অমর আত্মা দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া আজি আমাদের সমক্ষেই আসিয়া অভয় দিতেছেন, বলিতেছেন—"ভয় নাই! ভয় নাই! বৎসগণ! কন্যাগণ! ভগ্নীগণ! ভয় নাই! ভয় নাই! এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আমার নশ্বর ভৌতিক দেহেরই বিলয় হইয়াছে, কিন্তু আমার অমর আত্মা আজি মঙ্গলময়ের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া তোমাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত; এত দিনের পর আমার সাধনা পূর্ণ হইল। তোমরা এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও ধারণ কর, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

হে সমপ্রাণা ভগ্নীগণ! আইস, আমরা অদ্বৈত-প্রেম-সূত্রে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া আমাদের ঐ জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। ব্রহ্মকৃপায় ও ব্রহ্মময় পিতার আশীর্ব্বাদে আমাদের গন্তব্য পথ পুষ্পময়, আনন্দময়, অমৃতময় হউক। ঊর্দ্ধে, নিম্নে চতুর্দ্দিকেই আমাদের জন্য ব্রহ্মকৃপা বিকীর্ণ, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিতহৃদয়ে আমাদের সেই পুণ্যময় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমাদের সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া সকলকে অনন্ত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন।

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনয়াবনত সেবক

সুকুমার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের জন্য শোকসভা—গত ১০ই আগষ্ট, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মেট্রোপলিটান টেম্পারেন্স এণ্ড পিউরিটি সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়—

(১) মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত যিনি এই সভার মূল পত্তন হইতে যাবজ্জীবন ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবন পবিত্রতা ও সংযমশীলতার লোকপাবন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সেই সাধু পুরুষের পরলোকগমন জন্য এই সভা হৃদয়ের গভীরতম শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। (২) এই সভা উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। (৩) এই সভার অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের বিবরণ-লিপি, স্বর্গীয় মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুকুমার দত্তের নিকটে প্রেরিত হইবে।

ভারতবর্ষে প্লেগ এবং তদ্বিষয়ে রাজ-

সহানুভূতি—ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবর্ষবাসী প্রজাবর্গের প্লেগরোগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন ;

ভারতবাসিগণ এই একাদশ বর্ষ মহামারী প্লেগরোগে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আমি উদ্বিগ্ন-চিত্তে এই শেষ কয়েক বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। আমার ভারতবর্ষের প্রজাদিগের কল্যাণ সর্ব্বদা আমার গভীর চিন্তার বিষয়, এবং রোগগ্রস্ত পরিবার সকল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অসহনীয় ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আমি অবগত আছি, তুমি এবং তোমার পূর্ব্বরাজপ্রতিনিধিগণ এই মহামারীর কারণ অনুসন্ধান এবং তৎপ্রশমনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধুনা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা ভগবানের কৃপায় সফল হউক, আমার এই আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা। আমার অভিলাষ এই যে, আমার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

প্লেগ নিবারণের জন্য কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইবে না। সেই পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ইন্দুরবধ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপ্রতিপালন, রোগাক্রান্ত গৃহ পরিত্যাগ এবং টীকা দেওয়া এই কয়েকটী এখনও অবলম্বিত হইবে, তবে কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ করা হইবে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে প্লেগ অনুসন্ধানকারী সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ—বিগত ২০শে আগষ্ট সিটি কলেজ-গৃহে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কলেজ-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি আনন্দমোহনের গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বর এবং দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার-যাত্রা—সস্ত্রীক ইংলণ্ডেশ্বর যুবরাজ ও ডিউক অব্ কনট সমভিব্যাহারে নিমরড-নামক পোতের দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার-যাত্রায় উৎসাহ দান করিবার জন্য কাউইস উপকূলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে সকলে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। আমাদের ইংলণ্ডেশ্বর বৈজ্ঞানিক কার্য্যের এরূপ উৎসাহদাতা শুনিলে কে না আনন্দিত হইবে ?

ভারত-হিতৈষিণী আনিবেসাণ্ট দেবী—বালকেরা যাহাতে কোনও সুরার দোকানের বা কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারে এবং যাহাতে বালকেরা ঐ বিষময় পদার্থের কোনও সংস্রবে না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে বিলাতের কুইনস্ হলে আনিবেসাণ্ট

দেবী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্ম যেরূপ গুরুতর অর্থব্যয় হয়, সে ব্যয়-ভার বহন করিতে অনেকেই অসমর্থ। এই ব্যয়-ভার কমাইয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন, সে জন্য আনিবেসাণ্ট দেবী ইংলণ্ডের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। চিরকাল ভারতে বিনা মূল্যেই উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এক্ষণে এক একটী সন্তানের শিক্ষার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

দান—(১) দানবীর মিষ্টার কার্ণেগী 'কিংস্ হস্পিটাল ফণ্ডে' ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) জয়পুরের মহারাণী লেডী মিণ্টো নার্সিং এসোসিয়েসনে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৭ই আগষ্ট মহোৎসব—এই দিন বঙ্গবাসীর পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবিভাগের এই দিনের পবিত্র স্মৃতি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের ব্রত সকলের মনে জাগরূক করা হইয়াছিল।

দাদাভাই নৌরোজী—মধ্যে ভারতের সুসন্তান দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। মঙ্গলময় তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়—বিগত ২৩শে আষাঢ় বর্দ্ধমানের মহারাজ অধিরাজের সভাপতিত্বে কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য প্রকৃত একেশ্বরবাদিগণ এখানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ মতের আলোচনা করিবেন—সাহায্য করিবেন যাহাতে উৎসাহী যুবকগণ এখান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উপাসনারত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য দূর করিয়া দেয়। ৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীটে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। ভগবান্ মহাত্মাদের সাধু ইচ্ছার সহায় হউন।

দেশলাইয়ের কারখানা—অনারেবল্ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কলিকাতা সহরে একটী দেশলাইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন। দুইজন বাঙ্গালী যুবক পূর্ণচন্দ্র রায় ও আনন্দ চন্দ্র ঘোষ জাপান হইতে দেশলাই নির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া আসিয়া এই কারখানা চালাইতেছেন। মঙ্গলময় স্বদেশের এই স্থায়ী শুভ কার্য্যের সহায় হউন।

মহিলাসভা—যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাঠাকুরাণীকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাকে এক খানি

অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য গত ২১শে শ্রাবণ কলিকাতার ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাটীতে এক মহিলাসভা হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বঙ্গ-মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহাকে একখানি রৌপ্য-আধারে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। তিনি প্রথমতঃ রৌপ্যপাত্রটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, অবশেষে সকলের উপরোধে উহা গ্রহণ করেন।

শোকসংবাদ—অহো আমাদের কি দুর্দ্দিন! বারম্বার শোকের উপর শোক-শল্যের আঘাত! বঙ্গজননীর আর একটী পুত্ররত্ন আজি অপহৃত হইল। যাঁহার লেখনীর নিকট বঙ্গভাষা চির-ঋণে আবদ্ধ, যিনি সুদীর্ঘকালব্যাপী অবিচলিত সাধনাবলে মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতি-শব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথ কৃত টীকা, সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও টিপ্পনী সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্বনামখ্যাত মহাত্মা দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম, আর, এ, এস, আজি আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

লোকসংহারের অদ্ভুত উপায়—সম্প্রতি সভ্যতম ফ্রান্স দেশে একটী অদ্ভুত ব্যোমযানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জার্ম্মণী দেশেও ঐরূপ আর একটীর সৃষ্টি হইতেছে। উহা এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত ও পরিচালিত যে, উহা রাশি রাশি ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইবে। অর্থাৎ ঊর্দ্ধলোক হইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া শত্রুরাজ্য ভস্মসাৎ করিবে। এই ব্যোমযান-যুদ্ধ প্রচলিত হইলে দুর্গ, পরিখা, প্রাকার, কামান, বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইবে এবং অনায়াসে অল্প সময়েই অগণ্য মহাপ্রাণীর সহিত এক একটী জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবী সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য হেগ নামক স্থানের প্রসিদ্ধ মধ্যস্থ-সভায় প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই সর্ব্বনাশের ব্যাপারের অভ্যন্তরে জগদীশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়, কেননা যখন এই সাংঘাতিক উপায়ে এক একটী দেশ মহাদেশের ধ্বংস হইতে থাকিবে, তখন অগত্যা সকলকেই যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়া সমবেত চেষ্টায় বিশ্বজনীন শান্তি স্থাপন করিতেই হইবে। তখন 'যুদ্ধ' এই কথাটী অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবে। এই সর্ব্বনাশকর প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে মঙ্গলময়ের করুণা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

দেখিতে দেখিতে কালের বক্ষে নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটী বৎসর চলিয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কোথাও সুখের গৃহে শোকের বজ্র পড়িয়াছে, কোথাও দুঃখের আঁধারে আশার আলো দেখা দিয়াছে; কোথাও গুণ-গৌরবে বঙ্গবাসীর পদোন্নতি, কোথাও রাজ-বিদ্রোহ-অপরাধে লালা লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত; কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও বিষাদের হাহাকার; এই সব সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, উন্নতি অবনতি এবং জীবন মৃত্যু বুকে বহিয়া এক বৎসর চলিয়া গেল; আমরা হিসাব করিয়া বুঝিলাম, অনন্ত পথের অভিমুখে খানিকটা অগ্রসর হইলাম।

এ বৎসরে আমার এক প্রধান ঘটনা এই যে,—মামার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি আমি বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। পীড়া ম্যালেরিয়া জর। দিন কতক এখানে ওখানে চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না পাওয়াতে এখন কলিকাতায় আসিয়াছি। একজন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন। এইখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আমার মামার বাড়ীর সেই মণিদিদি প্রধানতঃ গঙ্গাস্নান করিবার লোভে আমার একজন প্রধান শুশ্রূষাকারিণী হইয়া আছেন। তিনি আমার চিকিৎসকের দূরসম্পর্কীয়া মাসতুতো ভগিনী। বহুকালের পরে তিনি এই আত্মীয়ের অনুসন্ধান পাইয়া আমার উপরে বড় "খুসী" হইয়াছেন। বলা বাহুল্য আমি আমার চিকিৎসক সুরেশ বাবুকে কোনও দিন চাহিয়া দেখি নাই, আমার লজ্জা করে।

আমাদের বাসার খুব কাছে একজন ভদ্র লোকের বাস। আমার শয়নঘরের জানালা খুলিলেই তাঁহাদের সহিত দেখা শুনা হয়। আমাদের পল্লীগ্রাম হইলে এত দিন তাঁহাদের মেয়েদের সহিত আলাপ পরিচয় সহ একটা আত্মীয় সম্বন্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু কলিকাতার রীতি সে রকম নহে; অনেক স্থলে এক বাড়ীতে বাস করিয়া কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, আমিও সেই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিলাম না, মণি দিদিকেও মানা করিয়া দিলাম।

আজি সকালে ঘরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে জানালার জালের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম —আমার শয়ন ঘরের ঠিক্ সম্মুখে ওবাড়ীর যে ঘর, সেই ঘরে খোলা জানালার কাছে একজন রমণী বসিয়া। সে দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুক্ত কেশকলাপ পৃষ্ঠ, বাহু আবৃত করিয়া ভূতল চুম্বন করিতেছে, সুগোল

হাতে সুন্দর শাঁখা কাঁপিতেছে, অঞ্চল শিথিল হইয়া পড়িয়া আছে।

এই রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল; ইচ্ছা হইল,ডাকিয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আজন্ম-অপরিচিতাকে, এই রকম রোদনের সময়ে কি কথা বলিব, প্রথম আলাপটা কি রকম হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সহসা কি একটা শব্দ শুনিয়া রমণী চমকিয়া মুখ তুলিল। তার পরে চক্ষের জল মুছিয়া, চুল বাঁধিয়া মাথায় কাপড় দিল। সে মুখ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিস্মিতা হইলাম, আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল—"তুমি কে গো?"

সুন্দরী আমার প্রতি চাহিয়া সস্মিত-মুখে উত্তর দিল, "আমার নাম সুষমা"।

এ যে সেই সুষমা! আমি ভূতের বাড়ীতে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, আজি এক বৎসর ধরিয়া যাহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছি, অথচ যাহা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বলিতে পারি না, যাহা-দিগকে আত্মজীবন তুল্য ভালবাসি অথচ যাহারা চির-অপরিচিত, এ যে সেই সুষমা!

সুষমা কি ভাবিল জানি না। বুঝি আমার সঙ্গে কথা কহিতে তাহার সাধ হইয়াছিল, কিন্তু আমাকে নীরব নিঃস্পন্দ দেখিয়া একটু মধুর হাসি "উপহার" দিয়া চলিয়া গেল। আমার তখন চেতনা হইল, সেই হাসি-টুকু মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল। সে দিন আর তাহাদের কোন খোঁজ খবর পাইলাম না।

(৫)

রাত্রিতে যখন শয়ন করিব, সেই সময়ে সুষমাদের বাড়ীতে—সেই ঘরে সুষমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, সুষমা বলিতেছে, "আমরা এ জীবন কি করিয়া কাটাইব, তাহা বলিতেছি শুন, এমনতর গোপনে দেখা করিয়া কোন ফল নাই—"।

সহসা পুরুষকণ্ঠে উত্তর শুনিলাম "তুমি তো ব্রহ্মচারিণী, তবে এ হতভাগাকে এ ক্ষুদ্র সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করিবে কেন সুষমা?"

সুষমা কাতরস্বরে বলিল,—"দেখ, স্বামি-সন্দর্শন হইতে স্ত্রীলোকের অধিক সুখ কি আছে জানি না; কিন্তু এ জীবনে আমি কি সে সুখ গ্রহণ করিতে পারি? তুমি কি বুঝিতেছ না, আমার সহিত এইরূপ গোপনে দেখা করিলে আমাদের একটা কলঙ্ক হইবে। আর বাবা যদি শোনেন তাহা হইলে হয়তো সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন বাবা কি বাঁচিবেন?"

পুরুষ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি তো কলঙ্কিত নহ সুষমা, কলঙ্কের ভয়ে স্বামী ত্যাগ করিবে কেন?"

সুষমা কাঁদিয়া কহিল,—"স্বামী আমার অত্যাজ্য, তবে অদৃষ্টক্রমে অগ্রহণীয়। বিধাতা জানেন কলঙ্কের ভয়ে আমি কাতরা নহি। কিন্তু বাবার কি হইবে?"

পু। তুমি কি বলিতেছিলে?

স্থু। বলিতেছিলাম, আমাদের বিবাহ নহে, ইহা ব্রতাচরণ; আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন নহে, লোকহিত; তাই বলি, এস দুজনে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি। তুমি কি বল?"

পু। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা প্রাণপণে করিব নিশ্চিত জানিও। কিন্তু পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই সুষমা? শাস্ত্রে পতিযুক্তা অর্থাৎ সধবার পক্ষে কি ব্যবস্থা আছে তাহা তুমি অবশ্য জান"।

সুষমা গদগদ কণ্ঠে বলিল "শাস্ত্রের ব্যবস্থা কি তাহা আমার মনে নাই; আমার হৃদয়, আমার বুদ্ধি, আমার অন্তরাত্মা বলিয়া দিয়াছে, রমণীর সকল পুণ্য স্বামিসেবা, রমণীর সকল ধর্ম্ম স্বামিপূজা, রমণীর প্রত্যক্ষ দেবতা তাহার স্বামী; যে সেই স্বামি-সৌভাগ্যে বঞ্চিতা, যে আপন-ধনে আপনি চোর, তাহার মত হতভাগিনী ইহ জগতে আর নাই।"

দুজনেই মুক্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

হায় ভালবাসা! প্রেমিককে কাঁদাইবার জন্যই বুঝি তোমার উৎপত্তি।

অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া দুজনে থামিল। সুষমার স্বামী বলিল,—"আজ তবে আসি সুষমা, এখনই তোমার মাসীমা তোমাকে ডাকিবেন। তোমার সে রচনাটী কি শেষ হইয়াছে?"

সুষমা উত্তর করিল "না হয় নাই; আমি জানি তোমার কাগজ এই মাসের আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে; কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মন যে কি অনায়ত্ত হইয়া গিয়াছে, লেখা পড়ায় মনঃসংযোগ করিতে পারি না। কেবল কখন তোমার গাড়ীর শব্দ হইবে, সেই আশয়ে কাণ পাতিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। পশ্চিমে গিয়া কেমন করিয়া থাকিব, তাই ভাবিতেছি"।

পুরুষ খুব জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিও না সুষমা; তুমি আমার সরস্বতী, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ আমাদের বিবাহ নহে ব্রতাচরণ, আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম লোকহিত; আমি এই মন্ত্র জপ করিয়া বুঝি বাকী দিন কাটাইতে পারিব।"

ইহার পরে আর কোন কথা শুনিলাম না। যখন ও বাড়ীর সিঁড়ীতে জুতার শব্দ শুনিলাম, তখন মণি দিদিকে ডাকিয়া আমি বারাণ্ডায় দাঁড়াইলাম। যখন ফুটপাতের উপরে জুড়িতে উঠিবার জন্য একজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি মণি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটী কে দিদিমণি?"

দিদিমণি নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন "এতো তোমার ডাক্তার, আমার সুরেশ দাদা; উনি কোথায় ছিলেন?"

আমি আর কিছু বলিলাম না। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। সুষমা সুরেশ বাবুর স্ত্রী! ভূতের বাড়ীতে সুরেশ

ডাক্তারকে দেখিয়া ছিলাম ? কলিকাতায় তাঁহারই চিকিৎসাধীনে রহিয়াছি ?

"অপরন্থা কিং ভবিষ্যতি" !

(ক্রমশঃ)

রসায়ন।

কোল্ গ্যাস।

প্রস্তুত-প্রণালী—ইংরাজেরা তামাক খাইবার জন্য যে প্রকার নল ব্যবহার করেন, তাহার কলিকার মুখে কোল্ চূর্ণ স্থাপন করিয়া, উপরিভাগ আঁটাল মাটী দ্বারা আবৃত কর; পরে ঐ মাটী শুষ্ক হইলে কলিকাটী উত্তপ্ত করিতে থাক; কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে যে, নলের মুখ দিয়া পীতবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছে; এই পীতবর্ণ ধূমটীই কোল্ গ্যাস্। অনন্তর উহা জলযন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করিতে হয়।

কলিকাতা নগরীতে আলোক দিবার জন্য যে কোল্ গ্যাস্ ব্যবহৃত হয়, তাহা তামাক খাইবার নলের পরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া রাশি রাশি পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

কোল্ একটীমাত্র যৌগিক পদার্থ নহে; উহাতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; অবিশুদ্ধ কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকে; যথা জল, আলকাতরা, এমোনিয়া, সাল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (H_2S), কার্ব্বলিক এসিড, নায়েট্রোজেন, কার্ব্বণ বাইসাল্-ফাইড, (CS_2), কার্ব্বণ মনক্সাইড (CO), সালফর ডায়ক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন, মার্শগ্যাস ও ওলিফায়ান্ট গ্যাস।

কোল্‌গ্যাস শীতল করিলে আলকাতরা বা কোল্ তার জমিয়া পৃথক্ হয়। হাইড্রেটেড্ ফেরিক্ অক্সাইড ও শ্লেকেট লাইমের (Hydrated Feric Oxide and Slaked lime) ভিতর দিয়া কোল্‌গ্যাস চালাইলে সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কার্ব্বনিক এসিড, নায়েট্রোজেন, কার্ব্বন বাইসালফাইড্ পৃথক্ হয়।

ধর্ম্ম—ইহা মিশ্র পদার্থ। মার্শগ্যাস, ওলিফায়ান্ট গ্যাস, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বলিক এসিড দ্বারাই এই গ্যাস বিনির্ম্মিত। ১০০ ভাগ বিশোধিত কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি আছে—

হাইড্রোজেন বা উদজান ...	৪৭·৬
মার্শগ্যাস বা পূতিবায়ু	৪১·৫৩
ওলিফায়ান্ট গ্যাস বা শুরু উদাঙ্গার	৩·০৫
কার্ব্বণ মনক্সাইড বা একাম্ল অঙ্গার	৭·৮২।

বিশুদ্ধ কোল্‌গ্যাস বর্ণহীন ও বায়ু অপেক্ষা লঘু। বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া ইহা দ্বারা ব্যোমযান পূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা যায়। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায়।

কোল্‌গ্যাসের অন্তর্গত ওলিফায়াণ্ট গ্যাস দাহে ইহার আলোকের ঔজ্জ্বল্য জন্মে এবং হাইড্রোজেন মার্শগ্যাস ও কার্ব্বন-মনক্সাইডের সহিত মিশ্রিত থাকাতে ওলিফায়াণ্ট গ্যাস ক্ষীণায়ত অর্থাৎ পাতলা হইয়া জ্বলিতে থাকে। একটী বাতি এক ঘণ্টায় যত পোড়ে, তাহার সহিত ঐ কালের মধ্যে যতখানি কোলগ্যাস পোড়ে, তাহার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোল-গ্যাসের আলোককে ১৩টী বাতির জ্যোতিঃসম্পন্ন বলা যাইতে পারে।

পরীক্ষা—১। ইহা লাল লিট্‌মস কাগজকে নীলবর্ণে এবং লেড্ পেপারকে কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তন করিবে না।

২। কোল্‌গ্যাসে অঙ্গার আছে। জ্বলন্ত কোল্‌গ্যাসের উজ্জ্বল শিখার উপর এক খণ্ড পরিষ্কার ধাতু ধারণ করিলে, ইহার গাত্রে অঙ্গারকণা সকল সংলগ্ন হয়।

৩। কোলগ্যাসের শিখার উপর পরিশুষ্ক শীতল কাচপাত্র ধারণ করিলে উহার গাত্রে জলবিন্দু সকল ঘর্ম্মাকারে সংলগ্ন হইবে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

সদ্যোজাত শিশুর রোগ-নির্ণয়।

(স্বর্গীয় ডাক্তার এম্, এম্, বোস লিখিত লেক্‌চারের বঙ্গানুবাদ)।

শিশুদের উত্তাপের বিষয়—সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্র (থারমোমেটার) ৫.৬ মিনিট কাল বগলে কিম্বা ১০।১২ মিনিট কাল মুখের ভিতর রাখিতে হয়। সচরাচর শিশুদের উত্তাপ ৯৯.৫° ডিগ্রী; কিন্তু উত্তাপ ৯৭.৫° ডিগ্রীর নীচে কিম্বা ১০২° ডিগ্রীর অধিক হইলে অসুখ হইয়াছে ভাবিবে। উত্তাপ ১০২°.১০৩° ডিগ্রী হইলে জ্বর তত অধিক নহে, ইহাকে (Mild fever) সামান্য জ্বর বলা যায়; কিন্তু ১০৫° ডিগ্রী উত্তাপ যদি বরাবর থাকে, তাহা হইলে গুরুতর পীড়া ভাবিবে। আর ১০৬°।১০৭° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে বিপদ জানিবে। ১০৯°।১১০° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে মৃত্যু হইতে পারে।

নিম্নলিখিত রোগে উত্তাপের বিষয় জানা আবশ্যক হয়; যথা (১) একলাগা জ্বর; (২) কণ্ঠজ্বর যেমন হাম, বসন্ত ইত্যাদি; (৩) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) যেমন কাসি ইত্যাদি; (৪) বাত জ্বর এবং (৫) গুটীমালা রোগ (Tuberculosis); যক্ষ্মাকাশের আরম্ভে ফুস্‌ফুসে গুটীমালা হয়।

ভাবী ফল—উত্তাপ যদি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে তবে ভাল লক্ষণ, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণগুলিও কমিয়া আসিবে। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ কমিয়া যাওয়া ভাল নয়, প্রাতে কমিয়া যাওয়া ভাল লক্ষণ। যদি নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও স্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে

উত্তাপ কমিয়া যায়, তবে বিপদজনক, ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে উত্তাপ কমিয়া আইসে। নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা কম হওয়া ভাল নহে। সাধারণতঃ উত্তাপ ১° ডিগ্রী হইলে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। দুইটী রোগে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, যথা (১) ফুস্ফুসের প্রদাহ; (২) সান্নিপাতিক জ্বর; এই দুইটী রোগে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়। যদি নাড়ী বৃদ্ধি পায়, উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়, যদি শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায় তবে ফুস্ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) হইয়াছে জানিবে। সান্নিপাতিক জ্বরে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং নাড়ীর সংখ্যাও অধিক হয়। সাধারণতঃ সান্নিপাতিক জ্বর (Remittent Fever) উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে ভাবী ফল ভাল হয়, কিন্তু যদি অধিক বৃদ্ধি পায় তবে খারাপ। সান্নিপাতিক জ্বরে ১ম ২য় সপ্তাহে উত্তাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইলে ভাল চিহ্ন। বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহে (Peritonitis) উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়; এ রোগ ঠাণ্ডায় হয়।

সাধারণতঃ শিশুদের পালাজ্বরে (Intermittent Fever) অত্যন্ত কম্পন হয়, কিন্তু শিশুর দুই বৎসরের নীচে বয়স হইলে কম্পন হয় না, তবে মুখ একটু মলিন হয়; ঠোঁট বিবর্ণ হয়; আর নখের নিম্ন ভাগ নীলবর্ণ হয়।

ধর্ম্মের আদর্শ।

সেই ধর্ম্মাধিপতি ভগবান্, যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তিলার্দ্ধকালও তিষ্ঠিতে পারে না, তিনিই স্বয়ং মানবাত্মায় ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে হৃদয় যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরোন্মুখীন হয়, সেই হৃদয় সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের আভাস লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। মানবহৃদয়ই সেই অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ দেবতার সর্ব্বোচ্চ আসন,—মানবাত্মাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় নিকেতন। ভারত-গৌরব ঋষি বলিয়াছেন,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

'যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন'। সাধু দেবর্ষিরা নিসর্গ ও প্রকৃতির মধ্যেও সেই পরমদেবের আরাধনায় ডুবিতে ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সেই চরম সাধনের সহায় ও অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মাতে পরমাত্মার

সম্ভোগ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও পূর্ণ পরিতৃপ্তির একমাত্র হেতু।—অন্তরে ও বাহিরে সেই সর্ব্বব্যাপী অরূপ রূপময় অমৃতময় বিরাটের জীবন্ত জাগ্রত সত্তা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে সমর্থ হইলে জীব জীবন্মুক্ত অবস্থালাভে কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্মের উর্দ্ধতম স্থানে উপনীত হন।

তিনিই ধর্ম্মের সার, ধর্ম্মের আদর্শ ও আধার। তাই তিনি ব্যতীত ধর্ম্ম-সাধন হয় না। একজন আত্মপ্রীতি বা অপরের তৃপ্তির জন্য শত সহস্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, অসংখ্যবার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম সাধিত হয় না। ঐ সকল সুকৃতি তাঁহার হৃদয়কে মহৎ ও উন্নত করিয়া, পুণ্য প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের মোহন মধুর পথে সবল্লে তুলিয়া দেয় মাত্র।

কিন্তু মানব যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কার্য্যও তাঁহারই—সেই প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনের প্রীতি সাধনোদ্দেশে সম্পন্ন করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়।

তাঁহার প্রতি প্রেমসাধনই প্রকৃত-ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আর উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। এই জন্যই যিনি যে পরিমাণে ভগবৎপ্রেমিক বা ভক্ত, সেই প্রাণারাম হৃদয়-দেবতার আরধ্য ও বরণীয় প্রেমে যিনি যত বিহ্বল ও মুগ্ধ থাকেন, ততই অনায়াসে ও সুচারুরূপে তাঁহার ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। এই নিমিত্ত ভক্ত ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া গাহিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"। সেই নিরঞ্জন নির্ব্বিকার পুরুষই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ ও লক্ষ্যস্থল। তাঁহার প্রতি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইলেই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হয় এবং শাণিত ক্ষুরধারসম ধর্ম্মের জটিল দুরারোহ পথও অতি সহজ, সুগম ও সুখময় বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তির প্রবল একটানা স্রোতে পাপতাপরূপ রাশি রাশি আবর্জ্জনা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি যে সকল বিরুদ্ধাচরণ মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেও যে সকল কামনাঙ্কুর উন্মূলিত হইবে বলিয়া মনে হয় না, সেই সকল চিরপোষিত পাপবাসনাও সেই প্রেমসূর্য্যের পবিত্র প্রকাশে কুজ্ঝটিকার মত কোথায় অপসারিত হইয়া যায়। অরুণোদয়ে ধরিত্রী যেরূপ অন্ধকারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ প্রভাতের নবীনালোকে হাসিতে থাকে, মোহাভিভূত জীবত্মাও তদ্রূপ ব্রহ্ম-সবিতার সঞ্জীবনী কৃপাকণিকার আবির্ভাবে বিগত-পাপ ও বিগতস্পৃহ হইয়া চিদানন্দ-সাগরে চিরদিনের মত আত্মহারা হইয়া থাকে। তখন তাঁহার যাবতীয় ভোগলিপ্সা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য, স্বর্গের আনন্দ শান্তি এমন কি বরাভয়প্রদায়িনী মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভক্ত উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছেন,—

*"নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্ল্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণ গান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।"

ভক্ত যখন ভগবানের সহিত এইরূপ ভাবে নিত্যযুক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীতেই বাস করুন বা কোন উন্নততর লোকেই বাস করুন, তিনি ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, স্বর্গই তাঁহার জন্য লালায়িত হয়—জ্ঞান অনন্তধারায় তাঁহার মস্তকে নিপতিত হয়, আজন্ম অতৃপ্ত আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, মন শাশ্বত শান্তিলাভে কৃতার্থ হয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর
লহ এক আমারই শরণ,
হরিব সকল পাপভার
করিও না শোক অকারণ।"

*ভগবান হইতে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া।

অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ, কেবল অনন্যগতি ও অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণই সর্ব্বধর্ম্মের সার। তাঁহার পবিত্র পদারবিন্দে রতি জন্মিলে, তাঁহার প্রতি সুনির্ম্মল প্রেম বা ভক্তি স্ফুরিত হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম আপনিই সুসম্পন্ন হইবে, ইন্দ্রিয়ের নিগড় স্বেচ্ছায় খসিয়া পড়িবে, আত্মবিসর্জ্জন ও সেবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া সাধককে বরণ করিবে এবং পুণ্য ও পবিত্রতা নিত্য-সঙ্গী হইবে। ক্রমে ক্রমে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং—এর একমাত্র করুণার বলে সেই নিরুপম স্পর্শমণির পূত সহবাসের ফলে সাধক অপূর্ব্ব জীবন লইয়া অনন্ত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া অনাদি ভূমা ব্রহ্মাণ্ড-পতির পরিচয়ের পর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অথচ তাঁহার মহিমার বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এক অননুভূত, অপার্থিব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, আবেগপূর্ণ মুগ্ধ হৃদয়ে বলিয়া উঠিবেন,—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নিদাঘ পূর্ণিমায়।

(স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে দু'একটী কথা)

আজ প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাভি গিয়াছিলাম। ভক্তিভাজন সাধু উমেশচন্দ্র তখন কর্ম্ম হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, হরিনাভিতে গিয়া তিনি বর্ত্তমান লেখককে তাঁহার নিকট গিয়া দুই চারি দিন থাকিবার নিমিত্ত স্নেহ-নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন;

সেই সস্নেহ নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করিয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ হরিনাভিতে যাই।

সেদিন স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন। স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্রের সে কথা স্মরণ ছিল। হরিনাভি ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহর্ষিদেবের ভস্ম-রক্ষার নিমিত্ত একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিলাম সেদিন সেই ভস্ম-বেদিকা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়াছে। সেই ভস্মবেদিকার গাত্রে এক লিপি-ফলক সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহর্ষি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, তিনিও মহর্ষির প্রতি তেমনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মহর্ষির জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলিও তিনি এমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন ও সেগুলিকে এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহর্ষির বচনগুলি, মহর্ষির ব্যাখ্যাগুলি যেন তাঁহার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন ভক্তি-আর্দ্র কণ্ঠে সেগুলি পাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃ-বর্গের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ কাটিল। সেদিন সন্ধ্যায় বারুইপুর হইতে একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সেদিনকার সমস্ত চিন্তা যেন মহর্ষির জন্মদিনের সহিত বিজড়িত ছিল। অনেক কথার মধ্যেই সে ভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভাঙ্গিল। শুনিলাম ভক্তিভাজন সাধু উমেশ চন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি উঠিয়া ছেলেদের জাগাইলেন। তাহাদের সহিত সঙ্গীত করিলেন। তখনও অন্ধকার ছিল। মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষতলে একটী বৃত্তাকার বেদী আছে। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় সেই বেদীর উপর একখানি কম্বল পাতিয়া স্তিমিত নয়নে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখে বোধ হয় একখানি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ছিল। তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। দূরে দু'একটা পাখী ডাকিলেও ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ একেবারে নিস্তব্ধ ছিল। প্রভাতের শান্ত মুহূর্ত্তে তরুতলে বেদিকার উপর উপবিষ্ট সেই ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। কতক্ষণ সেই সৌম্য, সেই পুষ্পাবিষ্ট মধুপের ন্যায় ব্রহ্মে লীন আত্মার নীরব আনন্দ দেখিলাম তবু দৃষ্টির সে পিপাসা মিটিল না। তাঁহার ভক্তিরসোদ্দীপ্ত মুখে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আভা প্রতিফলিত হইত, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

প্রভাতের প্রথমাংশ ধ্যানধারণা ও উপাসনায় অতিবাহিত করিয়া ছেলেদের পড়াশুনা কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

তাহার পর কিছুক্ষণ লেখা পড়া করিলেন। প্রায় নয়টার সময় গ্রামের লোকের মঙ্গল সমাচার লইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই কেমন শৃঙ্খলা—কেমন নিষ্ঠার ভাব! আজন্ম তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু এ কয়দিন তাঁহার পারিবারিক জীবনের গভীর নিষ্ঠার ভাব খুব ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি ছিল। ইচ্ছা ছিল সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিব, কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আজ পূর্ণিমা; পূর্ণিমার রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া যাও।"

দ্বিপ্রহরে যখন জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল তখন বর্ত্তমান লেখকের বিশ্রামের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সস্নেহে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি নিজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বারুইপুরের জনৈক যুবককে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন; নিদাঘের দ্বিপ্রহরে তিনি সমাগত যুবকের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমান লেখকের বেশ স্মরণ আছে যে, আরমষ্ট্রঙের God and the Soul নামক গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছিল। উক্ত যুবকটীর নাম ধাম সকলি স্মরণ আছে, কিন্তু বাহুল্যবোধে তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম না। বহুক্ষণ তাঁহারা আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সেই আলোচনায় স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের একাগ্রতা, উৎসাহ ও আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আলোচনান্তে তিনি "বামাবোধিনীর" প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। স্বেদসিক্ত কলেবরে তিনি একাগ্রচিত্তে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। লজ্জার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান লেখক তরুণবয়স্ক হইলেও এই অবকাশে গ্রীষ্মকালসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে যখন দেখিলাম তিনি নিবিষ্টচিত্তে সরলভাবে উপবিষ্ট হইয়া আপনার কাজ করিতেছেন, তখন লজ্জিত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলাম। এমন নীরব কর্ম্মপ্রিয়তা ও অক্লান্ত শ্রমশক্তি প্রাচীনদিগের মধ্যে আজকাল বিরল—যুবকদিগের মধ্যেও সুলভ নহে।

অপরাহ্নে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের সহিত হরিনাভির কোন সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে বেড়াইতে যাই। গৃহকর্ত্তারা বহির্বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর বাঁধন ঘাটে বসিয়া নানা প্রকার গল্প গুজব করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের কথার স্রোত ফিরিয়া গেল। সকলেই আগ্রহের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলাম তাঁহাদের সুখ দুঃখের সহিত দত্ত মহাশয়ের হৃদয়খানি এতদূর জড়িত

যে,বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন এবং তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ কুশল সংবাদ লইতে লাগিলেন। সে দিন সন্ধ্যায় সেই ঘাটে বসিয়া তিনি সঙ্গীত করিলেন। তাঁহার একান্ত ভক্তির ভাব সেই সঙ্গীতে এমন একটু মাধুর্য্যের ভাব আনিয়া দিতেছিল যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা লইয়া এক সময়ে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উন্নত উদার চরিত্র এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উঠিবার পক্ষে একমাত্র সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে তাঁহার কতদূর অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সেদিন পাইয়াছিলাম। যে বাড়ীতে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে বাড়ীর মহিলাগণ আমাদের জন্ত জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। যখন আমরা অন্তঃপুরে আহূত হইলাম, তখন গৃহকর্ত্তা আমাদের পথ প্রদর্শক হইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দত্ত মহাশয় গৃহকর্ত্তাকেও উপবেশন করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—'আপনার আহারান্তে আমি 'প্রসাদ গ্রহণ করিব।' প্রকৃত পক্ষে দেখিলামও তাই। আমাদের জল যোগান্তে তিনি স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভুক্তাবশেষ হইতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া ভক্ষণ করিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও প্রকাশ্যে একজন ব্রাহ্মের ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে হইলে কতটুকু ভক্তি থাকা প্রয়োজন তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল। চারিদিকে এক জ্যোৎস্নার খেলা! সুপ্তি-বিজড়িত প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব ছবি আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার মধ্যে এক খানি আসন পাড়িয়া দত্ত মহাশয় নীরবে বসিয়াছিলেন। তারপর "তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন" এই গানটী তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম। বহুক্ষণ এই সঙ্গীতটী গাইলেন তবু যেন তৃপ্তি হইল না। লেখককে ডাকিয়া বলিলেন,—ঈশ্বরকে "সুন্দর" স্বরূপে প্রকটিত করিয়াছে এমন একটী সঙ্গীত কর। রবীন্দ্রনাথের "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" এই সঙ্গীতটী গাহিলাম। সঙ্গীত শেষ হইলে বলিলেন,—"আর একটী ঐ ভাবের সঙ্গীত কর।" তখন "হে হরি সুন্দর" এই সঙ্গীতটী গাহিলাম। সঙ্গীতান্তে চাহিয়া দেখি দত্ত মহাশয় স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই স্থির নিশ্চল উদাত্ত ভাব দেখিয়া মনে হইল যুগযুগান্ত পূর্ব্বে যাঁহারা "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া-

ছিলেন ইনি তাঁহাদেরই সন্তান, ইনি তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত—তাঁহাদেরই দীক্ষায় দীক্ষিত। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল—ধীর, সৌম্য-শান্ত, সমাহিত মূর্ত্তি আজ এই মানসপটে বেশ উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ঋষিকল্প মূর্ত্তির সম্মুখে ক্ষুদ্র আপনাকে অবস্থিত মনে করিয়া মস্তক আপনি লজ্জায় ও বিনয়ে অবনত হইতেছে। কোন চিত্রকরের সাধ্য নাই যে কল্পনায় সেই চিত্র অঙ্কিত করিবে—এমন কোন ভাস্কর নাই যাহার হস্তে ভক্তের সেই ভক্তিরসার্দ্র জ্যোৎস্না-মন্দাকিনী-স্নাত মুখমণ্ডলের অবিকল সৌন্দর্য্য প্রস্তরে খোদিত হইতে পারে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে,—

মহিলা-স্মৃতি সভা।

আমাদিগের পিতৃপ্রতিম পরম পূজ্যপাদ বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সন্তান-সন্ততি, স্বজন-সুহৃদ্ ও তাঁহার চির আদরের প্রাণাধিক-প্রিয় সাধের বামাবোধিনীকে এবং বামা-বোধিনীর লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা ও সমগ্র ভারত-বাসীকে শোকসমুদ্রে ভাসাইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহার স্মরণার্থ বিগত ১৯শে জুলাই শুক্রবারে পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ১৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে একটী মহিলা-স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সমিতিতে অনেকগুলি বিদুষী মহিলা সমবেত হইয়া পুণ্যশ্লোক বামা-বোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রথমে সকলে সম-বেত হইয়া শোকসঙ্গীত ও তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থে উপাসনা করেন। পরে মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু একটী হৃদয়গ্রাহী শোকোচ্ছ্বাস কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে মৃত মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই বামাবোধিনী পত্রিকার যাহাতে স্থায়ী উন্নতি হয় এতৎসম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু, পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের শিষ্যা। ইনি গুরুর স্মরণার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্বীয় ভবনে এই মহিলা-স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া-ছিলেন, এ নিমিত্ত ইনি আমাদের সকলে-রই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। ইনি যদিও সম্প্রতি পতিশোকবিধুরা, তথাপি গুরুর

স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে শিষ্যার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যাহাতে গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, তন্নিমিত্ত ইনি ঐকান্তিক যত্নবতী। ইঁহার সাদর অভ্যর্থনায় সভায় আহূত মহিলা মাত্রেই অত্যন্ত প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন। এতাদৃশ মহিলা স্মৃতি-সভা ভারতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বপল্লীতে হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা মৃত মহাত্মা ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উন্নতি সাধনার্থ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। কিসে এদেশীয় মহিলাগণ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে পারেন এবং প্রাচীন আর্য্যরমণীকুলের ন্যায় স্বদেশের গৌরব-রক্ষা এবং উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তিনি অনুদিন অনুক্ষণ আজীবন নিঃস্বার্থ-ভাবে এই মহত্তর কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি নারীদিগকে সেই পবিত্র অনাবিল জ্ঞানরত্নে ভূষিত করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। যখন এদেশে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের অভাব ছিল, সেই দুঃসময়ে অশিক্ষিতা অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাগণের দুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইয়া সকল বিষয়ে জগতের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করাইবার নিমিত্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে এই বামাবোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল নবীনা লেখিকা, প্রবন্ধ কবিতাদি অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতে পাঠাইয়া সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া হতাশ হইতেন, তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার সেই কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশের বাসনায় মহাত্মা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করিতেন, তিনি সেই রচনাগুলি যথোচিত সংশোধনপূর্ব্বক সাদরে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়া সেই সকল মহিলাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন, সকল মানবেরই ক্রমশঃ করিয়া উন্নতি হইয়া থাকে। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, মহিলাকুল বিদুষী হইলে, পুনরায় ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি বিস্তর গবেষণাপূর্ব্বক বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, অজ্ঞতাই মানবজাতির উন্নতির মহান্ অন্তরায়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই বিদ্যাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

তিনি জানিতেন,—এই মাতৃজাতি রমণীকুল বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও উন্নতহৃদয়া না হইলে, সন্তানগণের উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্ন হয় এবং গৃহস্থের সুখ শান্তির উচ্ছেদ হয়। এই নিমিত্ত তিনি যে সকল রমণীর রচনা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতেন;

কেন না সংশোধনের দ্বারাই যে জগতের যাবতীয় পদার্থের উন্নতি হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি কখনও কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। সেই মহান্ বিবেক-সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে যে কত রমণী উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার নিকটে আমরা প্রত্যেক বঙ্গরমণী অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ। তাঁহার পরলোকগমন উপলক্ষে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এবম্প্রকার স্মৃতি-সভা আহ্বান করিয়া, তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি যে কেবল রমণীগণেরই হিতসাধন করিয়াছেন এবং নারীদিগকেই সম্মান করিতেন তাহা নহে, দেশীয় নরনারী সকলকেই তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারই পরম হিতৈষী ছিলেন। দেশবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট মহাঋণী। দেশের মঙ্গলার্থ মূকবধির বিদ্যালয়, ব্রহ্মবিদ্যালয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ, সুরাপান-নিবারিণীসমিতি ইত্যাদি আরও বিবিধ দেশ-হিতকর কর্ম্ম তিনি ও তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, উভয়ে নিঃস্বার্থভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যে বহুবিধ সাধুকর্ম্ম সাধন করিয়া এই বিশ্বের বক্ষে অসীম অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও আজ তাঁহার নশ্বর দেহের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু সেই অপরিমেয় যশঃকীর্ত্তিপ্রভাবে তিনি চিরদিন এই জগতে অমর থাকিবেন। শাস্ত্রে বলে, "স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তিনি উভয় বলেই পৃথিবীতে চিরজীব রহিবেন। আমরা এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আজ তাঁহার অভাবে বুঝিতে পারিতেছি, তিনি একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশকে ধন্য করেন ও সেই কুলকে পবিত্র করেন এবং সেই জাতিকে উন্নত করেন, তিনিও এই দেশে জন্মিয়া মহা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, দেশ, কুল ও জাতিকে ধন্য, পবিত্র এবং উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া যে অমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে আমরা তাঁহার নিমিত্ত কি করিতে পারিলাম? যদি তিনি এদেশে না জন্মিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণ প্রভৃতি কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ সেই পুণ্যশ্লোক অজেয় কর্ম্মবীরের পরলোক গমন হেতু কত স্মৃতিস্তম্ভ, কত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। আজ তাঁহার স্মৃতিফণ্ড কত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ হইত। আসুন বামা-বোধিনীর পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আমরা প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ হইয়া, এই মহিলা-স্মৃতি সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ, সেই

পিতৃপ্রতিম দেবকল্প স্বর্গীয় মহাত্মা সম্পাদক মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা সংকল্পে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু অর্থ তাঁহার স্মৃতি-ফণ্ডে প্রদান করিয়া ভক্তি-কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অন্তরে তাঁহার পূজা করি। যাহাতে তাঁহার স্নেহের বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব হয় তজ্জন্যও সকলের অবস্থানুসারে কিছু প্রদান করা সর্ব্বাতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মহাত্মা আমাদের সকলেরই পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা যথার্থই পিতৃশোক অনুভব করিতেছি। আমরা সকলে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গলার্থ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা রাজরাজেশ্বর দেবাদিদেবের চরণে প্রার্থনা করি, যেন সেই পুণ্যাত্মার অনন্ত মোক্ষলাভ হয়।

শোকসন্তপ্তা,—
শ্রীসুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার, রাজবাটী।

নিবেদন।

সাধু মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নারীসমাজ অসহায়, ধর্ম্মসমাজ দুর্ব্বল, জন্মভূমি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই সাধু পুরুষ সুদীর্ঘকাল প্রাণপাত পরিশ্রম ও উচ্চ সাধনা বলে কি ধর্ম্মসমাজ, কি নারীসমাজ, কি পরহিতৈষণা কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সকলকেই ধর্ম্ম সাধারণের অঙ্গ জানিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়া, সফলকাম হইয়া গিয়াছেন ভারতের প্রত্যেক পুত্র কন্যার তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া, ঐ আদর্শ মহান্ পুরুষের অনুকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিগত ১৯শে জুলাই আমরা কতকগুলি মহিলা ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ভবনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলাম। "উমেশচন্দ্র দত্ত ধনভাণ্ডার" নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ আমাদের প্রথম চেষ্টা এই স্থায়ী ফণ্ডের আয় হইতে দুঃস্থ বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। স্বর্গগত মহাত্মা যেমন জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন আমরাও ঠিক্ সেইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিব।

দত্ত মহাশয় সুদীর্ঘ কাল দুহিতৃসমান যত্নে আমরণ পর্য্যন্ত "বামাবোধিনী পত্রিকাকে" লালন পালন করিয়াছেন। তিনি ইহাকে "দুহিতৃরত্ন" মনে করিতেন, নারী জাতির উন্নতিকল্পে পরিচালিত এই পত্রিকার উন্নতি জন্য চেষ্টা করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আহ্লাদের বিষয়, স্মৃতি সভা আহ্বান করিয়া আমরা আশাতীত ফল লাভ করি-

য়াছি। নিম্ন লিখিত চাঁদার তালিকায় তাহা স প্রমাণ হইবে। এতদর্থে নূ্যন কল্পে তিন হাজার টাকা প্রয়োজন। স্বর্গগত মহাত্মার অনুরক্ত পুরুষ ও মহিলাগণ যথাসাধ্য এই স্মৃতিভাণ্ডারে দান করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন এই বিনীত প্রার্থনা। উক্ত ফণ্ডের সাহায্যার্থ অর্থাদি ৯৩ নং আপার সারকুলার রোডে সম্পাদিকার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।
"উমেশ চন্দ্র দত্ত ধন ভাণ্ডার" সম্পাদিকা।

চাঁদার তালিকা।

শ্রীমতী অবলা বসু	১০০৲
" স্বর্ণপ্রভা বসু	১০০৲
" নির্ম্মলা সরকার	৫০৲
" বনলতা দাস	৫০৲
" প্রতিভা দেবী	২৫৲
" লীলাবতী মিত্র	২৫৲
" মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
" কমলিনী রায়	১০৲
" সুবর্ণপ্রভা বসু	১০৲
" লাবণ্যপ্রভা সরকার	৫৲
" হেমপ্রভা বসু	১০৲
" সুশীলাসুন্দরী মিত্র	২০৲
" কুমুদিনী দাস	১০৲
" সুরবালা ঘোষ	৫৲
" সুবালা সরকার	৫৲
" নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" শান্তশীলা মজুমদার	৫৲
" প্রফুল্লবালা দাস	৫৲
" শকুন্তলা সেন	৫৲
" রাজলক্ষ্মী সেন	৫৲

শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার	৫৲
" সরোজিনী সরকার	১০৲
" গিরিবালা সরকার	১০৲
" ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র	২৲
" ক্ষীরোদবাসিনী সরকার	৫৲
" শিশিরকুমারী দত্ত	২৫৲
" হেমন্তশশী দাস	৫৲
" বিধু মুখার্জ্জি	১০৲
" কাদম্বিনী গাঙ্গুলী	৫৲
" হেমলতা সরকার	২৲
" অবন্তী ভট্টাচার্য্য	১৲
" সুশীলা ঘোষাল	১৲
" ইন্দুবালা ঘোষাল	১৲
" সরোজিনী ঘোষাল	১৲
" বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য	১৲
" নির্ঝরিণী ঘোষ	১৲
" কুমুদিনী বসু	১৲
" রমলা বসু	৫৲

(ক্রমশঃ)

স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি।

স্ব শব্দের অর্থ আপন, সুতরাং স্বদেশ বলিলে নিজের দেশ বলিয়া বুঝি। যাঁহার যতটুকু "স্ব" জ্ঞান, তিনি সেই পরিমাণে স্বদেশের অর্থটুকু লইতে পারেন। অতি ছোট শিশুর হাতে একটী মিষ্টান্ন দিয়া জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে একটু দিবে? সে বলিবে "না"—"এ আমার, দিব না"—তাহার "স্ব" জ্ঞান সে ভিন্ন অপর কাহার প্রতি হয় নাই। তাহার পর সেই শিশু যখন একটু বড় হয়, সে সেই মিষ্টান্নের অংশ তাহার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে না দিয়া একাকী ভক্ষণ করিতে পারে না। তখন বুঝিতে হইবে তাহার "স্ব" জ্ঞান কিছু প্রসারিত হইয়াছে। ক্রমে যখন তদপেক্ষা বড় হয়, তখন সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয় স্বজনকে ভাগ দিয়া সুখানুভব করে; সেইরূপ জন সাধারণ পূর্ব্বে স্বদেশ বলিতে নিজের জন্মস্থান বুঝিতেন, ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন একটু একটু করিয়া প্রসারিত হইতেছে। স্বদেশ বলিলে এখন আমরা কি বুঝি? ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম এখন আর তাহা বুঝি না। স্বদেশ বলিলে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আমাদের এখন স্বদেশ বলিয়া মনে হয়, কারণ আমাদের সুখ, দুঃখ, শিক্ষা, লক্ষ্য, চিন্তা, ভাব, আশা সমস্তই এক, সুতরাং সমগ্র ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া জ্ঞান করি। বরিশালে দুর্ভিক্ষ হইলে কেন সেই পঞ্চনদবাসী আকুল হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভ্রাতাদিগের সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন?—তাহার কারণ শিক্ষার সহিত হৃদয়ের বিস্তৃতি। তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রাতৃস্বরূপ মনে করেন, আমারাও তাঁহাদিগকে সেই চক্ষে দেখি। ঐ যে এক "মহাপুরুষ" নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার জন্য কেন নিশিদিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন?—তিনি যে দুঃখিনী ভারতজননীর সুসন্তান, তাই ভারতবাসী আজ এত মলিন, এত উদ্বিগ্ন, এত ম্রিয়মাণ। শিক্ষা প্রেমপ্রসূ। শিক্ষা হইতেই ভালবাসা ও সহানুভূতি জন্মে। শিক্ষার গুণে আজ আমরা সেই পুরুষরত্নকে ভাই বলিয়া ডাকিয়া এক অভিনব সুখাস্বাদন করিতেছি। এখন স্বজাতি বলিলে কেবল বাঙ্গালী জাতি বুঝি না, সমগ্র ভারতবাসীই আমাদের স্ব-জাতি। এই স্বজাতির উন্নতির জন্য আজ বঙ্গবাসী—বঙ্গবাসী বা বলি কেন ভারত—এত উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ব্যস্ত। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিব, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প ও বাণিজ্যের

উৎকর্ষ সাধন না করিলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য জাপান, ইংরাজ, জর্ম্মনী এত উন্নত ও এত অর্থশালী, কিন্তু ইহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না। দেশীয় দ্রব্য গ্রহণের অর্থই বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জন। দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন হইলেই বিদেশীয় বণিকৃদের স্বার্থহানি হইবে, সুতরাং আমাদের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারণে নানারূপ বিভীষিকা উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু আমাদের তাহাতে ভীত বা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলে চলিবে না, কারণ এই মাতৃভূমিপূজা সামান্য যজ্ঞ নহে। ইহা জাতীয় মহাযজ্ঞ, এই পবিত্র রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান করিতে আমাদিগকে কত-শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। এই যজ্ঞের আহুতি "বিদেশী বর্জ্জন" ও দক্ষিণা "স্বার্থত্যাগ"। এই আহুতি ও দক্ষিণার প্রভাব সামান্য নহে। জাপান আজ এই দক্ষিণার বলেই এত বলীয়ান্। যদি আমাদের অর্থশালী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অর্থ দ্বারা এক একটী ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে উদ্যোগী হন, তবে "মা"র মলিন মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে। যদি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া জননী জন্মভূমির দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করেন, স্বদেশের পুনরুত্থানের জন্য কৃতসংকল্প হন, তবে অচিরেই আবার শ্মশান ভারত ত্রিদিবের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা করিতে হইবে, কারণ শারীরিক বলাধান ব্যতীত মানসিক তেজস্বিতা পরিদৃষ্ট হয় না। ক্ষীণকায় ব্যক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরু হইয়া থাকে। তাহাদের হইতে সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? আমরা ক্রমশঃ আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছি। আমাদের সে আত্মোন্নতির চেষ্টা কোথায়? আমাদের সে স্বার্থত্যাগ কোথায়? আমাদের সে সহানুভূতি ও স্বদেশপ্রেম কোথায়—যে আত্মমর্য্যাদা, যে সহানুভূতি, যে ভালবাসা, যে স্বার্থত্যাগে জাপান আজ জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। যে জাতি ছোট থাকিয়া সন্তুষ্ট, কে তাহাকে বড় করিবে? যদি নিজ স্বার্থের জন্য আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দাও, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। কবি সত্যই গাহিয়াছিলেন।

"ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষা চ শাকোটকে,
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে,
কাকে চ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূরকার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥"

যে দেশের লোকে চন্দন গাছ, আম্র-গাছ, চম্পক গাছ কাটিয়া সজিনা গাছ রাখিয়া দেয়, কোকিল, হংস, ময়ূর মারিয়া দাঁড়কাক পোষে, হাতি দিয়া গাধা

ক্রয় করে এবং কর্পূর ও কার্পাসের বিভিন্নতা চিনিতে পারে না, দূর হইতে সেই দেশকে নমস্কার করি।

তাই বলি, হে ভারতবাসী! যদি দেশের উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে মৌলিক শিক্ষার বিস্তৃতির চেষ্টা কর, স্বার্থ পরিহার কর; আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইও না; নয় চিরকালের জন্য একবারে রসাতলে যাও। হে মাতৃ-স্বরূপিণী মহাবলবিধায়িনী ভারত-রমণীগণ, আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে বিলাতী পণ্য আর কথনও স্পর্শ করিবেন না, স্বদেশজাত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিবেন, তবেই আবার ভারতে শিল্পোন্নতির আশা। আমাদের বিশ্বাস, আপনারা চেষ্টা করিলে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। জলন্ত দৃষ্টান্ত "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।" আমাদের পিতা যদি কুৎসিত হ'ন, তাঁহাকে কি আমরা পিতা বলিব না? অপর আর এক সুশ্রী ব্যক্তিকে কি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? ভারতীয় পণ্য আমাদের পিতার স্বরূপ আর বিদেশীয় পণ্যকে নীচ কুলোদ্ভব সুন্দর ব্যক্তি বলিয়া সকলে মনে করিবেন।

আপনাদের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় দিবানিশি কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা কি বিদেশীয় বণিকের করে অকাতরে অর্পণ করিবেন, আর আজ আপনার স্বদেশের শত শত নর নারী অন্নাভাবে কঙ্কালসার, সে দৃশ্য দেখিয়াও কি দেখিবেন না। আপনারা দুঃখিনী জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ বিমোচনের জন্য, আত্মীয় স্বজনের ভবিষ্যতের সুখের জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, এই পুণ্য যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ বিদেশীবর্জ্জন করুন, আপনাদের কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণ অক্ষরে ভারতীয় ইতি-হাস-গগনে "ধ্রুবতারার" ন্যায় জাজ্বল্য-মান থাকিবে। সকলে একতা ও আত্ম-নির্ভরতা শিখুন।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই জাতীয় সমুন্নতির মূল। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান হইতেই পুরুষকার এবং পুরুষকার বা পৌরুষ দ্বারাই দেশ বা সমাজ সমুন্নত হয়।

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং বিচিন্বন্তি ত্রয়ো জনাঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

এই ধরণী স্বর্ণপুষ্প-প্রসবিণী কল্পলতা; যিনি 'শূর' অর্থাৎ কর্ম্মবীর, কৃতবিদ্য অর্থাৎ ধর্ম্মবীর, এবং যিনি পদার্থ সকলের ব্যবহার জানেন, তিনিই এই কল্পলতার স্বর্ণপুষ্পচয়নে অধিকারী।

শ্রীফণীন্দ্র নাথ দত্ত
মজিলপুর।

বার্ষিক।

(১)
সকলি কি গেছ ল'য়ে, চির তরে মুছিয়া।
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?
শ্মশানেতে হ'লে ছাই, কিছুই কি চিহ্ন নাই
জাহ্নবী কি ল'য়ে গেছে সব চিহ্ন মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥

(২)
সকলি কি ল'য়ে গেছ, চিরতরে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥
মিশিয়াছ শশ্মানেতে, ধ্বংস কি গো পঞ্চভূতে
জাহ্নবী কি সব চিহ্ন ফেলিয়াছে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?

(৩)
সকলি কি ল'য়ে গেছ, আমায় না বলিয়া।
অশ্রুত বহিছে সদা এ কপোল বহিয়া॥
হৃদি ভরা অন্ধকার, প্রাণে ভরা হাহাকার।
"বিদায় বিদায়" ধ্বনি কাণে যায় পশিয়া॥
তুমি কি গো যেতে পার আমায় না বলিয়া॥

(৪)
সকলি কি গেছ ল'য়ে আমায় না বলিয়া?
শৈশব হইতে কভু নাহি যেতে চলিয়া॥
শেষ দিনে ভোলো নাই, আমায় ডাকিলে তাই!
"বিদায় বিদায়" রবে কণ্ঠ গেল রুধিয়া।
তুমি কি গো যেতে পারো আমায় না বলিয়া॥

(৫)
সকলি কি ল'য়ে গেছ চির তরে মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥
কার ধর্ম্ম কার প্রেম, বল দেয় অনুপম।
অশান্ত পরাণ রাখে তুফানেতে বাঁধিয়া।
কিছুইত লও নাই সব গেছো রাখিয়া॥

(৬)
কেন গো লুটায় সদা এ অবিশ্বাসী হিয়া।
তোমার সৌরভ ভরা তবু পড়ে ভাঙ্গিয়া॥
আমার হৃদয়াসনে, পরিবার পরিজনে,
তোমার ও শুভ্রালোক রহিয়াছে ঘেরিয়া।
সকলি ত রেখে গেছ কিছু যাওনি লইয়া।

২০ শে আগষ্ট।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব সভা।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৯নং আণ্টনী বাগান লেন ভবনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। অনেকগুলি নারীহিতৈষী পুরুষ ও নিম্নলিখিত

মহিলাগণ এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন—

শ্রীমতী হেমলতা রায়
,, লীলাবতী মিত্র
,, কুমুদিনী মিত্র বি, এ,
,, বাসন্তী মিত্র বি, এ,
,, নিস্তারিণী দেবী
,, শান্তশীলা মজুমদার
,, বিরাজমোহিনী দেব
,, বসন্তবালা দেব
,, প্রেমলতা দেব
,, নৃত্য কুমারী সরকার
,, শ্যাম কুমারী চট্টোপাধ্যায়
,, সরোজ বাসিনী মিত্র
,, রাধারাণী মিত্র
,, শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়
,, বিভু বালা দেব
,, উষা প্রভা দত্ত
,, প্রফুল্ল বালা দেব

প্রভৃতি

কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত করিলে, সভাপতি মহাশয় এই শুভদিনে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিলেন যাঁহার অশেষ চেষ্টায় ও যত্নে বামাবোধিনী এই দীর্ঘকাল তাহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই শুভদিনে আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কত উৎসাহদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মা স্বর্গীয় বামাবোধিনী-সম্পাদক-মহাশয়ের পুণ্যময় চরিত্রের বিষয় সভাপতি মহাশয় গলদশ্রুলোচনে আলোচনা করিয়া সভা আরম্ভ করেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহা তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। যখন বঙ্গসমাজ ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে তাঁহাদিগের বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র দূষিত হয়, এই রূপ অমূলক ধারণা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই সময় হইতে যে সকল মহাত্মারা সেই ঘোর কুসংস্কার দূর করিয়া অল্পে অল্পে অন্তঃপুরে নারীজাতির কোমল বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, মহাত্মা উমেশ চন্দ্র মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। তিনি এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে কিরূপে অল্পে অল্পে সেই কুসংস্কাররূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিয়া নারীজাতিকে জ্ঞানালোকে ভূষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ কত নারী তাঁহাদের প্রতিভাবলে পুরুষদের সমকক্ষ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ তালিকায় তাঁহাদের নাম স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টান্ত আদৌ ছিল না।

সেই মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং অদ্য এই স্থানে সকলের সমবেত হইবার

প্রধান উদ্দেশ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করা। তাঁহার কীর্ত্তি চিরজীবিত করিয়া রাখাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রধান উপায়। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি অশ্রান্ত যত্নে এই স্ত্রীশিক্ষার মুখপত্র বামাবোধিনীকে জীবিত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহা নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয়।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ও মানকুমারী বসু যাঁহারা বহুদিন হইতে বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে স্বতঃ পরতঃ যত্নবতী আছেন, তাঁহারা ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহা এই স্থলে পঠিত হয়। নিম্নলিখিত মহাত্মারা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধান এবং প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার } তত্ত্বাবধায়ক।
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী }
" বিপ্রচরণ বসু ... কার্য্যাধ্যক্ষ।
" সুকুমার দত্ত ... প্রকাশক ও তত্ত্বাবধায়ক

বামাগণের প্রবন্ধনির্ব্বাচক।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক)
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বামাবোধিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ইহাকে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকারূপে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি বিদুষী মহিলা ও কয়েকটী নারীহিতৈষী পুরুষদিগকে লইয়া একটী অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ইহার সম্বন্ধে কোনো নূতন কর্ত্তব্য প্রণালীর বিষয় চিন্তা করার ভার ও ইহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। স্থিরীকৃত হয়, এই পত্রিকাতে সাধারণ হিতকর প্রবন্ধসকল স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহা জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বজনীনভাবে পরিচালিত হইবে। ইহাতে বামারচিত উপাদেয় প্রবন্ধ সকলের প্রাধান্য রক্ষিত হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসুর প্রস্তাব, আয়োজন ও উদ্যোগ জন্য এবং বামাবোধিনীর উন্নতি বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুরাগের জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনন্তর সমবেত নরনারীগণ সভাপতির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করেন। অনন্তর সকলে স্বর্গীয় মহাত্মার পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত দুটী কবিতা সভায় পঠিত হয়। কবিতা দুটী আগামীবারে প্রকাশ হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বেদমহাসি—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালক বালিকাদিগের জন্ম উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে ছাপা উত্তম বাঁধান পুস্তক। ইহাতে গদ্যে পদ্যে ১৭টী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে হাস্যোদ্দীপক কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

২। খোকার মার গান—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। ইহাতে ২৩টী গান আছে, সকলগুলি খোকাকে ঘুম পাড়াইবার বা আদর করিবার। বাঙ্গালী মেয়েদের এ গুলি শিখিলে উপকার আছে।

৩। বালিকা হিতপাঠ দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে এরূপ পুস্তক পাঠ্য হইবার যোগ্য।

৪। রেণুকণা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। একটী শিশু কন্যার জীবনে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাকে স্বর্গের দূত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকর্ত্রী যেরূপ ভাবে ইহার ক্ষুদ্র জীবনটী বর্ণনা করিয়াছেন, হৃদয়ের ভাষা গদ্য ও পদ্যছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে সহৃদয়গণ ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

৫। গল্প—শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। লেখিকা প্রীতি ও পূজা, ভাব ও ভক্তি প্রভৃতি সুন্দরগ্রন্থে আপনার কাব্যরচনা শক্তির পরিচয় দিয়া উপন্যাস গ্রন্থরচনায় আপনার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। লিপিচাতুর্য্যে, কল্পনাবৈচিত্রে এবং ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার গল্পগুলি প্রশংসনীয়। তাঁহার শক্তি আরও বিকসিত ও সুনিয়মিত হইলে সাহিত্যজগতে তিনি কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকিবেন।

নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় মহাত্মা বামাবোধিনীসম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণে আমরা বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা অনেকের নিকট হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সকলকে পত্রোত্তর দিবার সুবিধা না হওয়ায় আশা করি, তাঁহারা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহিলাদিগের সাহিত্য সভা—কিঞ্চিদধিক দুই মাস হইল বাঙ্গালোরে

মহিলাদিগের একটী সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পদিন মধ্যেই সভার উন্নতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মহিলারা শ্রীনিবাস ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইয়া বিবিধ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র পাঠ এবং সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন—গত অধিবেশনে এই সভায় ৮৭ জন মহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। অনেকে পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়াও অনর্গল বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। জাপানী ও ভারতবাসীর বিবাহ বন্ধন—ঢাকা নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মল্লিকের কন্যা কুমারী হরিপ্রিয়া মল্লিকের সহিত বুলবুল্ সোপ ফ্যাক্টরীর জাপানী কারিগর শ্রীযুক্ত ওয়েল তাকদারের পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে একটী ভয়ানক কুপ্রথা আছে। বালিকাদিগকে হিন্দু দেবতাদিগের সহিত কৃত্রিম বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী করা হয়। তত্রত্য ডাক্তার ভাণ্ডারকার প্রমুখ বহুতর ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপকসভার অভিমতানুসারে আবেদনের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় করিতে অক্ষম। তাহাদিগের শিক্ষা ও তদীয় পিতা ও অভিভাবকদিগের সুশিক্ষা দানই এই দুর্নীতি নিবারণের একমাত্র উপায়। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের উদ্ধারের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল কুমারীর শিক্ষা ও রক্ষণের জন্য স্থানাদির প্রয়োজন। অতএব তদ্বিষয়ে আবেদনকারীদিগের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সিংহলদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। পাঠিকারা মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে যে পকষ্ট্রেট নামে একটী প্রণালী আছে, তন্মধ্য দিয়া ২২ মাইল দীর্ঘ একটী বালুকাময় সেতু আছে, যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ এবং অধুনাতন ইংরাজগণ যাহাকে আদমেরসেতু (Adam's bridge) বলিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, কাঠবিড়ালীতে সেতু নির্ম্মাণকরিয়াছিল। এখন মান্দ্রাজ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং সিংহল গবর্ণমেণ্ট সেই সেতু পুননির্ম্মাণ করিবেন।

আমেরিকায় একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মনুষ্যের মৃত দেহ ওজন করিয়া বলিয়াছেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে দেহের পরিমাণ ৳ আউন্স হইতে ১৳ আউন্স পর্য্যন্ত হ্রাস হয়, সুতরাং দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হওয়াই ইহার কারণ। অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই মতের অনুমোদন করেন নাই। কেহ কেহ কুকুরের দেহ ওজন

করিয়া কোন হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পান নাই। কুকুরের আস্থা নাই!

এই বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত নিকট হইবে, সেই জন্য কতকগুলি জ্যোতির্ব্বিৎ আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে এই দৃশ্য সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হইবে। ১৫ বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এরূপ নিকটবর্ত্তী হয় নাই। জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা তথায় দর্শন করিবেন। এণ্ডিস পর্ব্বতশিখরে টড সাহেব দর্শন করিবেন, সেখানে বায়ুমণ্ডল প্রশান্ত। ধন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায়।

অনেক দিন আলোচনা ও চিন্তার পর বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় একটী সমাজহিতকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন বিদ্যালয়, ছাত্রনিবাস, ভদ্রপল্লী, উপাসনালয় প্রভৃতি স্থানে কোন ব্যক্তি বেশ্যালয় অথবা দুর্নীতির পোষকতা উদ্দেশে হোটেল প্রভৃতি রাখিতে পারিবে না। কোন বেশ্যা উপরিউক্ত স্থানসমূহে বাস করিতে পারিবে না।

বিগত বর্ষে ২০৮৪ জন লোক বন্য জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এবং ২২৮৫৪ ব্যক্তি সর্প দংশনে মৃত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, মান্দ্রাজ বম্বাই ও ব্রহ্মদেশে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কটক্ প্রদেশে বন্য হস্তী দ্বারা অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্য্যনারায়ণ সেন নামক একজন বি, এ, উত্তীর্ণ ছাত্রকে মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন। ইনি ডফ কলেজ হইতে বি, এ, অনার পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বৃত্তিধারীকে কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয় কোন নূতন তত্ত্বের অনুশীলন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্ধু দাদাভাই নাওরোজী পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ আছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে স্বদেশের হিত ব্রতে সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ইংলণ্ডে সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্যের জন্য আনিবেশান্তের চেষ্টায় লণ্ডনে ৮ই জুলাই একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণীর নামে নিজ রাজধানীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই মিথিলাভূমি পূর্ব্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশেই জগতের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদ্‌সকল বিরচিত হইয়াছিল।

বামারচনা।

শোকগাথা।

হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধনে।
স্নেহের তনয় তব উমেশ রতনে।
শারদ সুধাংশু সম, সকলেরি প্রিয়তম,
মনস্বী উমেশচন্দ্র ছিলেন ধরায়;
কাঙ্গালিনী হলে মাগো হারায়ে তাঁহায়।

চির জীবনের মত কালের বাত্যায়—
বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ নিবিলরে হায়!
মাতৃভূমি জননীর, কেবা আর অশ্রুনীর,
মুছাবে যতনে হায় করি প্রাণপণ?
হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধন!

কর্ত্তব্যে বিনয়ে পূর্ণ হৃদয় উদার,
তেজস্বী উমেশচন্দ্র ছিল মা! তোমার।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত, উচ্চ সে মহান্ চিত,
জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত ছিল সে হৃদয়;
আর কি মা! পাবে অঙ্কে এ হেন তনয়?

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে নির্ম্মল তপন,
কাল রাহুগ্রাসে আজি তিমিরে মগন।
বিষাদিনী বঙ্গভূমি, চিরতরে কাঁদ তুমি,
ভবিষ্য তোমার দেখি কেবলি আঁধার;
জানিনা মা! তব ভালে কিবা আছে আর।

দেশসেবাব্রতে ছিল নিয়োজিত প্রাণ;
অনাথ হইল কত সৎ-অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম-যজ্ঞে সমর্পণ, করেছিলে প্রাণ মন
সেই মহা পুণ্য বলে ওহে মহাপ্রাণ!
বৈজয়ন্ত ধামে আজি করিলে প্রয়াণ।

কি দুর্দ্দিন আজি হায় বঙ্গ-মহিলার!
হিতৈষী বান্ধব হেন পাইব কি আর?
কত না যতন করে, বঙ্গ-ললনার তরে,
অক্লান্ত করিলে শ্রম সেকি ভোলা যায়?
আমাদের ভাগ্যদোষে গেলে দেব হায়!

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজি ভক্তিপুষ্প-হার—
গাঁথিয়া উদ্দেশে পূজি চরণ তোমার।
নিজকৃত পুণ্য-বলে পশিয়াছ সেই স্থলে,
সে স্থান হইতে কর আশীষ বর্ষণ।
স্বদেশের যাহে হয় কল্যাণ সাধন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

শ্রাদ্ধবাসরে।

কেন এ উৎসব আজি শোকের মাঝারে,
সাধি সংসারের কাজ
পরিশ্রান্ত হয়ে আজ
দেবতা গেছেন চলি দয়াময়ী-ক্রোড়ে
হাতে লয়ে ফুলডালা
যত সব দেববালা

বরণ করিছে তাঁরে প্রফুল্ল অন্তরে
"কৈলাসকামিনী" মাতা
সঙ্গে লয়ে "বিভু" সুতা
আসিছেন মহানন্দে দেবে পূজিবারে,
কতদিনে পেয়েছেন আরাধ্য দেবেরে॥

তাই এই শোক-মাঝে আনন্দ অপার,
রোগে শোকে জীর্ণ দেহ
ছাড়িয়া প্রবাস গেহ
পেয়েছেন আজি তিনি গৃহ আপনার।
পূত কলেবর ধরি
সন্নিধানে পেয়ে হরি,
রোগ শোক যত কষ্ট চলে গেছে তাঁর।
প্রাণেতে শান্তির ভাতি
নয়নে স্বর্গের জ্যোতি
উথলিছে আজি তাঁর সুখ-পারাবার;
তাই স্মরি আজি হেথা উৎসব ব্যাপার॥

সন্তানগণের এই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি
লও তুমি স্বর্গে থাকি
তাদের অন্তর দেখি
ব্যথিত হৃদয় দেব! তোমা বিনা অতি।
কর দেব! আশীর্ব্বাদ
ঘুচে যাক্ পরমাদ
সংসারে ফুটুক আজি তব পুণ্য-জ্যোতি।
তব উপদেশ স্মরি
যেন সব কাজ করি
পরম পিতার পদে রাখি সদা মতি,
দাও আজি প্রাণে বল অগতির গতি!

সরোজিনী রায়।

শেষ।

কনক বরণ মাখি বাসন্তী উষায়,
এসেছিলা ধরাতলে দিনমণি প্রায়।
নীবিড় তিমির নাশি, বিতরি কিরণ রাশি
উজলিলা ধরাতল বিমল বিভায়।
সুসৌরভ যশোরাশি বহেছিল তায়।
ঢালি নিজ মন প্রাণ, স্বার্থে দিয়া বলিদান
সাধিলেন পরহিত করি প্রাণপণ;
আজ—বামাকুল পিতৃহীন, হইল অনাথ দীন,
কে সাধিবে নারীহিত করি প্রাণপণ?
অবলার জ্ঞান আশা হ'ল নির্ব্বাপণ।
কি কথা শুনিনু হায়! হৃদি বিদরিয়া যায়,
দেব! তুমি দেবধামে করেছ গমন;
না পাব দেখিতে আর রাজীব চরণ।
যাবৎ এ প্রাণ রবে, তাবৎ আমরা সবে
উদ্দেশে ঢালিব পদে ভক্তি অশ্রুধার;
দুঃখিনী বঙ্গের বালা কিছু নাই আর।
(অবলার আশা শেষ হ'ল এই বার)

কোনও দুঃখিনী
বঙ্গমহিলা

কলিকাতা।
২১০ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীশুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 530. October, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩০ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৪। অক্টোবর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) স্বর্গীয় কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী রাণী শ্রীমতী কস্তূরী মঞ্জরী ৩৬০০০্ ছত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

(২) প্রসিদ্ধ পার্শী ধনকুবের শ্রীযুক্ত জাকব সাস্থন বোম্বাই এল্‌ফিনষ্টন কলেজের বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন।

সমবেদনা—স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সভা হইতেছে। ভগবান্ পাল মহাশয়ের এই ভীষণ পরীক্ষায় সহায় হউন।

জাতীয় শিক্ষা মহাসমিতি—বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর উক্ত মহাসমিতির নবম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেকগুলি গণ্য মান্য বদান্য পণ্ডিত মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভা শিল্পাদিশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আশা করি ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে সমাদৃত হইবে।

মহিলার উচ্চপদ লাভ—(১) আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মিস্ মায়া দাস বি, এ, এবং মিস্ শশীবালা ব্যানার্জী বি, এ, বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী স্কুল-পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পদ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

(২) সুবিখ্যাত মহিলা ব্যারিষ্টার মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজী বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের অনুমোদনে কলিকাতার

বেথুন কলেজ কমিটির সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী অভেদানন্দ বহুদিন আমেরিকায় থাকিয়া তথাকার মহিলাগণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার মহিলাগণ যেরূপ শিক্ষিতা, জগতে কোথাও আর তদ্রূপ নাই। পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের আদর্শ। তথায় ৩০।৪০ বৎসর বয়স্কা কুমারী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন এবং কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন।

দাদাভাই নৌরজি—দাদাভাই নৌরজি এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি আগামী অক্টোবর কিম্বা নবেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন।

স্বদেশী ব্যাঙ্ক—৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী স্বদেশী ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, রাজা শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুত জানকী নাথ রায়, নন্দলাল রায়, গিরিধারী লাল রায়, মুরলী ধর রায়, মিঃ আর, এন, মুখার্জি, শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ সাহু, প্রসাদ দাস বড়াল, ও মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এই স্বদেশী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইয়াছেন।

গিরিডির অত্যাচার—গিরিডিতে স্বদেশী বক্তৃতা করার অপরাধে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত মহিলার নামেও পরওয়ানা জারি হয়, কিন্তু তাহাতে ঘোর অশান্তির আশঙ্কায় তত্রত্য সবডিবিসনাল অফিসার সেই হুকুম রদ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ অবমাননায় সকলেরই প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে।

পীড়া—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ৪ মাস কাল কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। যদিও এখনও সম্পূর্ণ সবল হইতে পারেন নাই, কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই। ভগবান্ তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে নীরোগ করিয়া দীর্ঘ জীবন দান করুন।

জলপ্লাবন—উড়িষ্যা প্রদেশে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ জলমগ্ন হইয়াছে। মান্দ্রাজে কালিকট অঞ্চলেও জলপ্লাবন হইয়াছে। প্রায় দুই লক্ষ লোক গৃহ ও সম্পত্তি শূন্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট খাদ্য ও পরিধেয় বিতরণ করিতেছেন। স্থানীয় লোকেরাও যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস এস, কে, রেটক্লিফ তাঁহার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

রেটক্লিফ সাহেব ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার একজন সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার অন্তর্ধানে উক্ত পত্রিকা এক সুযোগ্য সহকারী হারাইলেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী ভারতের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ—সুইট্‌জারলেণ্ডের একজন ধনী বণিকের স্ত্রী একদা পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ এক গিরিগুহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ গুহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তর এমনি পিচ্ছল যে তিনি আর গুহা হইতে উঠিতে পারিলেন না। কয়েক দিন তিনি এরূপ চিৎকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ঐ গুহা হইতে তিনি একটী গির্জ্জা দেখিতে পাইতেন এবং কাতরে ঐ গির্জ্জার চূড়াস্থিত মেরি ও খ্রীষ্টের নিকট স্বীয় কারাগার হইতে প্রতিদিন উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি অনাহারে দিনযাপন করিতেন, কেবল নির্ঝরবারি পান এবং শৈবাল ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেন। অবশেষে স্বীয় পাদুকার চর্ম্ম পর্য্যন্ত আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্ষুধাতে তাঁহার চৈতন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। অবশেষে একজন কৃষক তাঁহার অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া নিকটবর্ত্তী চিকিৎসালয়ে লইয়া যায়। চিকিৎসা ও সুশ্রূষার পর তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হয়।

কালনিদ্রা—আফ্রিকা দেশে এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহাকে স্লিপিং সিক্‌নেস্ বলে। উহা এক প্রকার মস্তিষ্কের ব্যাধি। কোন কীট মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতেই নর নারীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। সম্প্রতি ভবানীপুরস্থ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের চিকিৎসালয়ে একজন জাপানী মহিলার ঐ রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। আবার আর একটী মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরের বর্দ্ধন, রক্ষণ ও পোষণের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণে উপযুক্ত আহারের আবশ্যক। আহার ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব, কারণ, মনুষ্যদেহ নানাবিধ ক্ষয়শীল উপাদানে নির্ম্মিত। অনুক্ষণ ইহাদের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিতে হইলে যাদৃশ পদার্থের যে পরি-

মাণ আবশ্যক, তাদৃশ পদার্থ বা তদুৎপাদক দ্রব্য সেই পরিমাণে আমাদের আহার করা উচিত।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জল ব্যতীত মানবের অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা; (১) এলবুমিনেট্‌স্ (albuminates) বা অণ্ডলালাত্মক দ্রব্য; (২) কার্ব্বোহাইড্রেট্‌স্ (carbohydrates) বা শ্বেতসারাত্মক দ্রব্য; (৩) ফ্যাট্‌স্ (fats) বা তৈলজাতীয় দ্রব্য, এবং (৪) মিনারাল (mineral) বা ধাতব পদার্থ। সুস্থভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলে আমরা এই চারি প্রকার খাদ্যদ্রব্যের কোনটীই বাদ দিতে পারি না।

সকলের পক্ষে ঐ গুলির প্রত্যেকটীর পরিমাণ সমভাবে নির্দ্ধারিত করা সম্ভব না হইলেও, সাধারণতঃ কোন জাতীয় পদার্থ কি পরিমাণে প্রত্যহ আমাদের আহার করা উচিত তাহা নির্ণীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমাদের সকলেরই আহারের সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য, এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন আহার বিজ্ঞানানুমোদিত উপায় অবলম্বনে নিয়মিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার থাকে না। মনুষ্যের দৈনিক আহারের আদর্শ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার পদার্থের উপযুক্ত সংমিশ্রণ আবশ্যক হয়। যদি আমরা উহার কোন একটী একেবারে গ্রহণ না করি বা অত্যন্ত অধিক বা অত্যল্প পরিমাণে গ্রহণ করি, তাহা হইলে ক্ষতি হয়; অতএব কোন এক শ্রেণীবিশেষের অভাব, অল্পতা কিম্বা আধিক্য হইলে তাহা অবলম্বনীয় আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যদ্যপি আমরা কেবলমাত্র অণ্ডলালাত্মক দ্রব্য; যথা,—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ছোলা, ডাল ইত্যাদি আহার করি, তাহা হইলে শরীরপোষণোপযোগী আবশ্যক পরিমাণ শ্বেতসার ও তৈলময় পদার্থের অভাব অনুভূত হইবে। আবার যদি আমরা কেবল শ্বেতসারাত্মক পদার্থ, যথা,—চাউল, ময়দা, বার্লি, আলু ইত্যাদি খাইয়া থাকি, তাহা হইলে অণ্ডলালাত্মক পদার্থের অভাব হইয়া পড়িবে। তেমনি কেবল তৈলময় খাদ্য, যথা, ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি খাইয়া থাকিলে অণ্ডলালাত্মক ও শ্বেতসারাত্মক পদার্থের অভাবে দেহের ক্ষতি হইবে। বলা বাহুল্য যে, কেবলমাত্র ধাতবপদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ চলে না। দেশ ও পাত্র ভেদে ঐ চারিপ্রকার খাদ্যের পরিমাণের কম বেশী হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা অধিক অণ্ডলালাত্মক ও তৈলময় পদার্থ ভোজন করেন, এবং আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা অধিক পরিমাণে শ্বেতসারাত্মক পদার্থ আহার করেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কয়েকজাতীয় খাদ্যের প্রত্যেকটীরই উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সে জন্য দৈনিক আহার্য্য বস্তুর

তালিকা এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যেন প্রয়োজন মত প্রত্যেকটীই তাহাতে স্থান পায়।

ঐ চারি প্রকার আহার্য্যের মধ্যে প্রথমজাতীয় বা অণ্ডলালাত্মক পদার্থ আমরা প্রধানতঃ প্রাণিদেহ হইতে পাইয়া থাকি; যেমন,—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু তাহা উদ্ভিদ্ হইতেও পাওয়া যায়; যেমন,—ছোলা, ডাল, কলাই ইত্যাদি। দ্বিতীয়টী বা শ্বেতসারাত্মক পদার্থ প্রায়ই উদ্ভিজ্জ, যথা—চাউল, ময়দা, বার্লি, আলু, ফল, মূল ইত্যাদি। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে থাকিলেও এই পদার্থ প্রাণিদেহ হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। তেমনি তৈলময় ও ধাতব পদার্থগুলিও যেমন প্রাণিদেহ হইতে পাওয়া যায়, তেমনি উদ্ভিজ্জ হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক, যেমন কেবল মাত্র প্রাণিদেহ হইতে আমরা ঐ চারি প্রকার আহার্য্যই সংগ্রহ করিতে পারি, তেমনি আবার কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করিয়াও ঐ সকলগুলি পাইতে পারি। ইহাতেই বহুকাল হইতে আমাদের দেশে দুই প্রকার আহার্য্য প্রচলিত আছে। প্রথমটী আমিষ বা প্রাণিদেহ হইতে প্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়টী নিরামিষ বা উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত। আমরা এই প্রবন্ধে ঐ দুই প্রকারের আহারের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করিব।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, নিরামিষ বা উদ্ভিজ্জ খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা আমিষ দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে গিয়া শীঘ্র পরিপাক পায়। এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু যদ্যপি আমিষ দ্রব্যাদি ঘৃত ও মসলাদি সংযোগে বিকৃত ও গুরুপাক করিয়া এবং অধিক পরিমাণে ভক্ষণ না করি, তাহা হইলে বাস্তবিক সেগুলি শীঘ্র পরিপাক হইতে দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, কোন কোন ব্যক্তি মাংসাদি হজম করিতে পারেন না, কিন্তু তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতীব বিরল। যে সকল নিরামিষ খাদ্য হইতে আমরা অণ্ডলালা পদার্থ পাইতে পারি সে গুলি (যেমন ছোলা, ডাল, কলাই ইত্যাদি) হজম হইতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং তাহাদের সহিত নানাবিধ অন্যান্য দুষ্পাচ্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকায় পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। দেখা গিয়াছে যে, আমিষ দ্রব্যের শতকরা ৩ ভাগ অণ্ডলালা দেহ হইতে বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া যায় এবং নিরামিষ দ্রব্য হইতে শতকরা ১৭ ভাগ ঐরূপে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য আবশ্যক পরিমাণে অণ্ডলালার জন্য আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নিরামিষ দ্রব্য আহার করিতে হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, আমিষভোজী প্রাণীদের অপেক্ষা কেবলমাত্র নিরামিষাশী প্রাণীদের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ঐ দীর্ঘ অন্ত্রের মধ্যে নিরামিষ আহারগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কাল থাকায়

তাহাদের অণ্ডলালা অংশ যত দূর সম্ভব রক্তের সহিত মিশিয়া যাইবে।

কেবল মাত্র নিরামিষ আহারে আমাদের শীঘ্র তৃপ্তি বোধ হয় না, এবং সে জন্য ঐরূপ আহার্য্যের পরিমাণ বেশী হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নিরামিষ আহার হইতে দেহের প্রয়োজনীয় অণ্ডলালা উপযুক্ত পরিমাণে পাইবার জন্য অধিক পরিমাণে ভোজন আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন সেই অধিক পরিমাণে আহার পরিপাক করিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়। ইহাতে আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে, এবং যে শক্তিটুকু অন্য দিকে ব্যয় করা যাইত, সেটুকু খাদ্য পরিপাকেই ব্যয়িত হইয়া যায়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মানবদেহ একটা ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাকের কলবিশেষ নহে, তাহার অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে; অতএব যাহাতে ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাকের জন্য অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় না হয়, তাহাই করা বিধেয়। আমিষ আহারে শীঘ্র আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় এবং ইহাতে সারাংশ অধিক থাকায় পরিমিত পরিমাণ আহার হইতেই আবশ্যক পরিমাণ অণ্ডলালা আমরা পাইতে পারি। এই পরিমিত পরিমাণ আমিষ আহার পরিপাক করিতে দেহের অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় হয় না।

আমিষ ভোজনে রক্তের ফাইব্রিন্ (fibrin) নামক অংশ বৃদ্ধি পায় ও রক্তকণিকাগুলি অধিকতর পুষ্ট হয় এবং দেহের ধাতব অংশ বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত আমিষ-আহারে দেহের মাংসপেশীগুলি অধিকতর পুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং দেহের অনাবশ্যক মেদের হ্রাস হয়। অত্যধিক নিরামিষ আহারে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পায় ও মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক যে সকল প্রাণী ঘাস, খড়, ইত্যাদি খাইয়া থাকে (যেমন গোরু, মেষ ইত্যাদি) তাহারা মাংসাশী প্রাণী (যথা কুকুর, ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি) অপেক্ষা মোটা হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যেও যে জাতি নিরামিষাহারী, তাহার মধ্যে স্থূলকায় লোকের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে মাংসাশী পশুকে কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ খাওয়াইলে সে মোটা হইয়া পড়ে।

আমিষ আহারে প্রস্রাবের সহিত ইউরিয়া (urea) নামক পদার্থ বেশী পরিমাণে বাহির হয় ও ঐ প্রস্রাব অম্ল-প্রধান (acid) হয়, কিন্তু নিরামিষ-আহারে তাহা ক্ষারপ্রধান (alkaline) হইয়া পড়ে। আমিষ আহার দেহের পক্ষে অতিশয় উত্তেজক এবং ইহা হইতে সহজে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ও অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। আমিষ-আহারে দেহের ক্রোধ, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং দেখা গিয়াছে যে, পিঞ্জরাবদ্ধ ভল্লুককে কেবলমাত্র রুটী খাওয়াইয়া রাখিলে তাহার স্বভাব শান্ত ও মৃদু হইয়া আইসে, কিন্তু মাংস দিলে সে বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কতক-

গুলি নিরামিষ আহারও আছে, যেমন ছোলা, ডাল ইত্যাদি, সে গুলি হইতেও মনের ঐরূপ বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইতে পারে।

এ কথা সত্য যে, আমিষ আহারের জন্য আমাদের প্রাণিজগতের উপর বড়ই নিষ্ঠুরতা করিতে হয় এবং সে জন্য কেহ কেহ উহার প্রচলনের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত আমিষ-আহার নিরামিষ অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। আমাদের দেশে আমিষ আহার বিষয়ে বহুকাল হইতে নানা কারণে আপত্তি চলিয়া আসিয়াছে; তন্মধ্যে প্রাণিহিংসা-নিবারণই তাহার প্রধান কারণ বলা যায়। আমাদের দেশের লোকের প্রকৃতি সাধারণতঃ নিরীহ এবং দেশের জলবায়ুও অধিক মাংসাদি ভোজনের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে কেবলমাত্র নিরামিষ আহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে,—দুগ্ধ, মাখন, ঘৃতাদি জৈবিক আহার নিরামিষ আহারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না, এবং দুগ্ধ ঘৃত বাদ দিয়া নিরামিষ আহারে বোধ হয় সকলেই আপত্তি করেন। কিন্তু দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি গ্রহণ করিলে তাহাকে নিরামিষাশী বলা যাইতে পারে না। কোন কোন "নিরামিষাশী" ডিম্ব অবধি গ্রহণে আপত্তি করেন না; তাঁহাদের যত আপত্তি মৎস্য ও মাংসে, কিন্তু ইঁহাদের ঠিক নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহারে দেহের কার্য্যকারিতা হ্রাস পায় এবং মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক গুবলার বলিয়াছেন যে—কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে দেহের শিরা ও ধমনীগুলিতে এক প্রকার বিকৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দন্তের গোড়ায় অধিক পরিমাণে টারটার (tartar) নামক ময়লা জমে, এবং দেহের অন্যান্য প্রকার ক্ষতি হয়। যেমন কেবলমাত্র নিরামিষ-আহারে ক্ষতি হয়, তেমনি কেবলমাত্র আমিষ-আহারেও ক্ষতি হয়। যাঁহারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মাংস, মৎস্য, ডিম্ব ইত্যাদি ভোজন করেন, তাঁহারা প্রায়ই বাতরোগ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় বড় কষ্ট পান। কাহারও কাহারও মতে অধিক আমিষ-আহারে দেহে কখন কখনও কেনসার (cancer) উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের শরীর ধারণের জন্য আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার আহারের উপযুক্ত সংমিশ্রণই বাঞ্ছনীয়। দেশের জলবায়ু, দৈনিক পরিশ্রমের পরিমাণ এবং দেহস্থ যন্ত্রাদির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্য নিরূপণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দেশে নিরামিষ আহার

প্রচলনই উচিত, কিন্তু যদি নিরামিষ আহারের তালিকা হইতে দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ মত কখনই সমীচীন বলা যায় না। কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাল বা ছোলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ গ্রহণ করিলে মাংস বা মৎস্যের আবশ্যক না হইতে পারে। আমিষ আহার সংগ্রহে প্রাণি-হিংসা করিতে হয় বলিয়া যাহাদের তাহাতে অত্যন্ত আপত্তি আছে, আমরা তাহাদিগকে ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দিতে পারি। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ আপত্তি নাই, তাহাদের পক্ষে আমিষ ও নিরামিষ আহারের সংমিশ্রণই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিতে হইবে। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক আমাদের আহারের জন্য ঐ দুই প্রকার খাদ্যদ্রব্যই ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। যখন দুগ্ধ, মাখন ইত্যাদি গুলিও আমিষ আহার, তখন আমাদের দেশেও প্রকৃতপক্ষে নিরামিষাশীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল বলিতে হইবে।

মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে ও বিশেষতঃ তাহার অন্ত্রগুলির গঠন ও দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ গুলি আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার আহার পরিপাক করিবার উপযোগী হইতে পারে এই রূপে গঠিত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, কেবলমাত্র নিরামিষ আহার বা কেবলমাত্র আমিষ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ দুইটার সংমিশ্রণে দেহের যেমন পুষ্টি হয় একটার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে তেমন হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেমন লোকের আমিষ আহারের প্রতি, তেমনি আমাদের দেশে লোকের নিরামিষ আহারের প্রতি প্রবণতা অধিক, কিন্তু এই দুইএর কোনটাই সমীচীন বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন না। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৈনিক আহারের পরিমাণের মধ্যে এক চতুর্থাংশের অধিক আমিষ রাখা উচিত নহে এবং উহার অধিক হইলে দেহের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যাখাদ্যের নিয়মাদিরও ক্রমে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের পৃথিবীর নানা-জাতির সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করিয়া ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য। অতএব সকলকেই আমরা উপরোক্ত বিষয়টী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীহরিধন দত্ত।

শুভদৃষ্টি।

আজি—
আসিয়াছে সেই দিন যেই শুভক্ষণে।
"শুভদৃষ্টি" হ'য়ে ছিল এ অভাগীর প্রাণে॥
বুকেতে আসিল বল—ভরসা পরাণে।
স্বরগ-সুভাব রাশি উদিল জীবনে॥
জাগিল শৈশব প্রাণে কত উচ্চ আশা।
বিধির আশীষ পেয়ে মিটিল পিপাসা॥
অমরার সুধাস্রোত মরতে বহিল।
অই "শুভদৃষ্টি" প্রাণে কি আশা জাগাল॥
ভুলিব কি "শুভদৃষ্টি" থাকিতে জীবন।
বিচুর্ণ পরাণে জাগে সে মাহেন্দ্র ক্ষণ॥
ধ্রুব তারা সম প্রাণে আলোক বিতরে।
তাই আজো আছি বেঁচে এ ঘোর তিমিরে॥
সেই "শুভদৃষ্টি" ভাঙ্গা প্রাণে দেয় বল।
এ ঘোর শ্মশানে আছি হইয়া বিহ্বল॥
শত যুগ যুগান্তর, বায়ু্বেগে চলি।
ঐ "শুভদৃষ্টি" সদা হেরিব কেবলি॥
সকলি লভেছি ভবে "শুভদৃষ্টি" ফলে।
এখনও রয়েছি বেঁচে অই দৃষ্টি-বলে॥
ভুলিব না ভুলিব না থাকিতে জীবন।
"শুভদৃষ্টি" আনি দিল যে মাহেন্দ্রক্ষণ॥
যেই "শুভদৃষ্টি" হ'য়ে অধমে পতিত।
এতকাল রাখিয়াছে সংসারে জীবিত॥
"শুভদৃষ্টি" চির তরে এ ত নয় ভুল।
তারি বলে হেরিতেছি একুল ওকুল॥
"শুভদৃষ্টি" প্রাণে দেয় অসীম সান্ত্বনা।
ভুলে যাই যমের সে অসহ্য তাড়না॥
অই "শুভদৃষ্টি" মানি বিধির প্রসাদ।
নিত্য ভগ্ন প্রাণে আনে নব আশীর্ব্বাদ॥

২০শে শ্রাবণ

বল্লুজী চম্পাবৎ।

সে ১৬৯০ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা। গ্রীষ্মকালের প্রখর রবি-তাপে যোধপুর নগর যেন পড়িয়া হাঁপাই-তেছিল; তাহার চতুঃপার্শ্বস্থিত বিস্তীর্ণ বালুকাভূমির উপরে উষ্ণ বায়ুর কম্পন যেন নয়ন গোচর হইতেছিল। এই সময়ে সেই নগরের প্রহরীরক্ষিত তোরণদ্বার হইতে একজন অশ্বারোহী একাকী বহি-র্গত হইলেন। তাঁহার সেই সংযতরশ্মি অশ্বটী কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ, কেবল তাঁহার ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র সেই কালো জমিনের উপরে ঝকমক্ করিতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল পর্য্যায়-ক্রমে করুণশ্রী এবং রোষদীপ্ত হইতেছিল; তাঁহার নেত্রযুগল একবার ক্রোধে রক্ত-বর্ণ হইতেছিল, পরক্ষণেই আবার করুণায় আর্দ্র হইতেছিল। ধীরে-ধীরে তিনি পূর্ব্ব মুখে চলিলেন, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেই তোরণদ্বার দিয়া

আর একজন অশ্বারোহী নির্গত হইলেন। তিনি রাজপুতজাতীয় বীরবেশে সু-সজ্জিত, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ঝক্ ঝক্ করি-তেছিল; তাঁহার অঙ্গভঙ্গী বীরত্বব্যঞ্জক; সেই দীপ্ত রবিকর সম্মুখে করিয়া তিনি প্রসন্ন মুখে চলিলেন। রৌদ্রের তেজ হইতে তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া তিনি চারি-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং প্রায় দুই মাইল দূরে প্রদীপ্ত বালুকারাশির উপর মসীবিন্দুর ন্যায় সেই অঙ্গারকৃষ্ণ অশ্বটীকে আস্তে আস্তে যাইতে দেখি-লেন।

পুলকিতচিত্তে একটু হাসিয়া তিনি অশ্বের রশ্মি নাড়িবামাত্র, সেই অমিত-তেজাঃ তুরঙ্গ তীরবেগে ছুটিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের নিকটে আসিয়া থামিল।

"কুমারজী! আমি আপনাকে অভি-বাদন করি।"

ইহা বলা মাত্রই তাঁহার পানে উগ্র-দৃষ্টিতে তাকাইয়া, কুমারজী উত্তেজিত ও রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কেন আসিলেন?"

"কেন কুমার! আপনার সঙ্গী হইতে। একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া ত কষ্টকর।"

"যাহাকে পিতা, বন্ধু, দেশ সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে, সে ত একাকীই যাইবে।"

"কখনই নয়—প্রভু!—যতদিন রাজ-পুতের হৃদয় এবং রাজপুতের হস্ত নির্ব্বা-সিতের সহিত সত্যবদ্ধ থাকিবে, যত-দিন আপনার এই দুর্দ্দিন রহিবে, ততদিন আমিও আপনার সঙ্গী থাকিব।

"তবে আসুন—আমার দুরদৃষ্টের ভাগী হউন।"

সেই দুই জন চলিলেন। উভয়েই যুবক, উভয়েই বীর, উভয়েরই হৃদয় কোনও বীরত্বপ্রকাশের সুযোগ ঘটিবে বলিয়া আশান্বিত; তাই তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও আমোদজনক হইল এবং মরুভূমির উপরিস্থ তাঁহাদের সেই গন্তব্য পথ হাস্যের কলধ্বনিতে মুখরিত হইল।

সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী কুমার অমর সিংহ। তিনি যোধপুরাধিপতি মহারাজ গজসিংহের পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। তিনি যুদ্ধে সাহসী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একজন রাজপুতকুমারের পক্ষে যুদ্ধে বীরত্ব বড় বেশী প্রশংসার কথা নহে; কারণ রাজ-পুত-রমণীর সতীত্বের ন্যায় রাজপুত যোদ্ধার সাহস স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয় পাপপূর্ণ ছিল; তাই তিনি-সর্ব্বদাই তাঁহার সহোদর ভ্রাতা, জ্ঞাতি, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং রাজ্যের সমস্ত নৃপতি, সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিতেন। তাহার ফলে সমস্ত মাড়বারদেশ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিল। মহারাজের হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল, কিন্তু তিনি কি করিবেন? যখন তাঁহার

প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিল, তখন তিনি প্রকাশ্য দরবারে রাজপুত-প্রথানুসারে পুত্রের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড দান করিলেন। আদেশ হইল, রাজকুমার কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, একটী কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকে আরোহণ করিয়া তাঁহার পিতৃভূমি মাড়বার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবেন। রাজকুমার এই রাজাদেশ নীরবে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া একাকী অশ্বারোহণে মরুদেশে প্রস্থান করিলেন।

একদল যুবক যোদ্ধৃপুরুষ সেই দরবার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার নির্ব্বাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—"এই দেখ! অদৃষ্টের বিধান কি কঠোর! আমাদের সময়ও বড় মন্দ। সুখের সময়ে রাজকুমারের যে সব বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছিল, আজ তাঁহার দুঃখের দিনে তাহাদের একজনও তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেছে না!"

বিখ্যাত চম্পাবৎ বংশের বংশধর বল্লুজী নামক একটী যুবক সেখানে ছিলেন, তিনি এ কথা শুনিলেন। তিনি অমর-সিংহকে ভাল বাসিতেন না; অমর সিংহকে প্রভু বলিয়া মানিতে কোন প্রকারে বাধ্য ছিলেন না; কিন্তু তবুও এরূপ একটী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নির্ম্মম সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে একাকী গমন করিবেন এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একটীমাত্র বাক্য-ব্যয় না করিয়া তড়িদ্বেগে তাঁহার যুদ্ধের ঘোটক সজ্জিত করিয়া আনিলেন এবং কেশ বাঁধিয়া বর্ষা ও ঢাল গ্রহণ করিয়া ও কটিদেশে তরবারি ঝুলাইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই নির্ব্বাসিত রাজকুমারের অনুগমন করিলেন।

কিন্তু তৎকালে যে সব লোক আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত বিরোধ করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতাবলে প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিত, তাহাদের একটী আশ্রয়ের স্থান ছিল। তাহা কি? না মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর দরবার। অমরসিংহ সেখানে গমন করিলেন। বল্লুজীও তাঁহার সঙ্গে গেলেন; কিন্তু ইহা তাঁহার বাঞ্ছিত ছিল না, কারণ, রাজপুতদিগের মধ্যে থাকাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অমর সিংহ মোগলসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তিনি এরূপ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন যে, সম্রাট্ সাহজাহান তাঁহাকে রাও উপাধিতে ভূষিত করিয়া ৬০০ গ্রামবিশিষ্ট নাগর রাজ্য অর্পণ করিলেন। এই নাগর রাজ্য এখন মাড়বারের অন্তর্গত; পূর্ব্বে ইহা দিল্লীর অধীনে একটী পৃথক্ সামন্তরাজ্য ছিল। অমর সিংহ সেখানে বল্লুজী ও অন্যান্য যে সকল পুরাতন ভৃত্য পরে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। সেখানে তিনি বল্লুজীকে ভূমি সম্পত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার শরীররক্ষক সেনার অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু অমর সিংহের অন্তঃকরণ একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ক্ষমতা লাভ করিয়াই তিনি আবার তাঁহার অসংযত চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি পশুদিগের যুদ্ধ ক্রীড়া দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন; তাই কৌতুক দেখিবার জন্ত একপাল বলবান্ ছাগল পুষিতেন এবং তাহাদের লড়াই বাধাইয়া দিতেন। তাঁহার আবাসস্থলের চতুঃপার্শ্বের বনে অনেক বাঘ থাকিত। ছাগপাল চরিতে গেলে, বাঘেরা ছাগল মারিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে রাওজী কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্তদিগের এক এক জনকে পালাক্রমে সেই ছাগল রক্ষা করিবার জন্ত যাইতে আদেশ দিলেন। বল্লুজীর নিকট হুকুম আসিল, "রাওজী তাঁহার ছাগলদিগকে বাঘ খাইবার সময় রক্ষা করিতে আপনাকে আদেশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সেই যোদ্ধার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। "কি? আমি সূর্য্যবংশের সন্তান! আমি স্বয়ং মহারাণার মিত্ররাজ! রাও যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, তবে তাহা এখনই করিব। কিন্তু আমি রাখাল নহি, যে, আমি তাঁহার ছাগলের পাল চরাইতে মাঠে লইয়া যাইব। আমি কখনই এ কাজ করিব না।" (ক্রমশঃ)

পত্নীহারা। *

(সহধর্ম্মিণী বিরাজ মোহিনীর উদ্দেশে)

"ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ"

১

দেবি! বলিব কি হায়!—
এখনো এ দগ্ধ প্রাণ,
হয়নিকো অবসান,
একাকী রয়েছি এবে এ মরু ধরায়!
এখনো রয়েছি আমি,
তোমার অভাগা স্বামী,
হৃদি-পিণ্ড ফেলেছে যে শ্মশানে চিতায়।

২

দেবি! বলিব কি হায়!—
ভাবিতাম তোমা বিনা
মুহূর্ত্ত বাঁচিব কিনা,
যুগল পরাণ গাঁথা একই সুতায়—
আহা সে সকলি মিছা,
বুকে দংশে সাপ বিছা,
সহি এ অসহ্য জ্বালা মরা নাহি যায়।

---

* এই কবিতাটী বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ বসু মহাশয়ের অশেষ গুণবতী সহধর্ম্মিণীর অকাল বিয়োগ উপলক্ষ্যে লিখিত। এই মহিলারত্নের স্বামীর ভবিষ্যতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশের বাসনা রহিল।

৩

দেবি! বলিব কি হায়!—
তোমার সংসার খানি,
আঁধার করিয়া রাণি,
কেমনে জন্মের মত মাগিলে বিদায়?
পতি, পুত্র, কন্যা প্রতি,
কেন না চাহিলে সতি,
তুমি যে করুণাময়ী, পূর্ণ মমতায়!

৪

দেবি! কি কব তোমায়?—
একমাত্র প্রিয় ছেলে,
কোন প্রাণে ফেলি গেলে,
কাঁদে সে "প্রমথ" কত হারায়ে তোমায়,
বৎস যথা গাভীহীন,
ঝরে আঁখি রাতি দিন,
এত ব্যথা কচি বুকে, একি সহা যায়?

৫

দেবি! বলিব কি হায়!—
সে দুটী বিধবা মেয়ে,
আছে তব মুখ চেয়ে,
লুকায়েছে স্নেহ-নীড়ে আরাম আশায়,
বাছাদের কি বলিব,
কেমনে সান্ত্বনা দিব,
আমারে করিলে দেবি, এত নিরুপায়!

৬

দেবি! বলিব কি হায়!—
চারু (১) যে শ্বশুর-বাসে,
দিন গণে কত আশে,
কবে আসি তব কোলে জুড়াবে হিয়ায়,
তুমি নাই শুনি কাণে
কি বজ্র বাজিবে প্রাণে,
লুটায়ে পড়িবে বাছা ছিন্ন লতা প্রায়!

৭

দেবি! বলিব কি হায়!—
শিশু বালা সুকুমারী (২)
তারে যে ভুলাতে নারি,
যার লাগি কেঁদেছিলে অন্তিম-শয্যায়!
ভেঙেছে সকল বুক,
কে চায় কাহার মুখ,
সারা গৃহে অন্ধকার করে "হায়! হায়!"

৮

দেবি! বলিব কি হায়!—
সে শিশু নাতিনী, নাতি,
কাঁদিছে যে দিবা রাতি,
প্রতি ঘরে খোঁজে তারা প্রিয় "দিদিমায়"
এই সব "মণি রত্ন"
কে করে আদর, যত্ন,
আঁচলে মুছায়ে হাত কে বুলাবে গায়?

৯

দেবি! বলিব কি হায়!—
বুঝিছ কি, পতিব্রতা
অভাগা পতির ব্যথা,
তুমি যার ভাই, বন্ধু, মন্ত্রী এ ধরায়?
যাহার কল্যাণ তরে,
সর্ব্বস্ব অকাতরে
তেয়াগিতে, মরতের ধূলিকণা প্রায়!

১০

দেবি! বলিব কি হায়!—
এবে পুনঃ শ্রান্ত দেহে,

(১) তৃতীয়া কন্যা চারুবালা।

(২) কনিষ্ঠা কন্যা সুকুমারী

যখন ফিরিব গেহে,
কে মুছাবে সযতনে স্বেদ-সিক্ত কায়,
তালবৃন্ত করে ধরি,
মৃদুল ব্যজন করি,
কে জুড়াবে, প্রেমভরা সেবা শুশ্রূষায় ?

১১

দেবি ! বলিব কি হায় !—
প্রাণের আনন্দ, আশা,
অনাহতা ভালবাসা,
মঙ্গল, কল্যাণ, সুখ, শান্তি সমুদায়,
সে দিন জাহ্নবী-কূলে,
দিয়াছি চিতায় তুলে,
ও চাঁদ মুখের সাথে করেছি বিদায় !

১২

দেবি ! বলিব কি হায় !—
সীমন্তে সিন্দূর ভরা,
রাঙা চারু চেলি পরা,
বিভূষিত বর বপুঃ কুসুম মালায় ;
অলক্তে চিত্রিত পদ,
যেন যুগ কোকনদ,
ধ্যানরতা, বিরাজিতা মহা মহিমায় ;
নীরবে শায়িতা খাটে,
পবিত্রা গঙ্গার ঘাটে,
অভ্রভেদী হরিধ্বনি, চিতাশয্যা তায় !
মিশিয়া মিলিয়া সবি,
কি ভীম গম্ভীর ছবি,
ঢলিয়া পড়িল রবি জলধি বেলায় !
কি কঠিন মম প্রাণ,
অনলে করিনু দান,
জীবনসর্ব্বস্বধন প্রাণপ্রতিমায় !

১৩

দেবি ! বলিব কি হায় !—
তাই শুধু জাগে মনে,
প্রজ্বলিত হুতাশনে,
সোণার প্রতিমা মোর, ভস্ম হয়ে যায় !
উহু ! সে দারুণ দৃশ্য
দেখি আজি সারা বিশ্ব,
সেই বহ্নি জ্বলে মম ধমনী শিরায় ! !

১৪

দেবি ! বলিব কি হায় !—
সত্যধর্ম্মপরায়ণা,
ভক্তি-প্রীতি-নিমগনা,
পরের মঙ্গলে রতা তপস্বিনী প্রায়,
চির আত্ম-বিসর্জ্জন,
সতত সন্তুষ্ট মন,
দীনে দয়াময়ী, তৃপ্তা বিপন্ন-সেবায় ;
এ দরিদ্র গৃহে রমা,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
জীবনে জীবনী মম আশা নিরাশায় ;
তোমারে বিদায় দিয়ে,
আছি আজি কি যে নিয়ে,
অন্তরযামিনী তাহা দেখ সমুদায় ;
আর কি বলিব সতি,
যাও তবে ভাগ্যবতি,
জগতজননী-কোলে চির-স্নেহ-ছায়।
যাও প্রিয়ে, দেবদেশে,
এ অভাগা আয়ুশেষে,
মিলিবে তোমারি পুণ্যে সেথা পুনরায়,
রহিলাম এই আশে হারায়ে তোমায়।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

প্রেমের জয় বা সিদ্ধি লাভের গূঢ়তত্ত্ব।

ইংলণ্ডের জনৈক রাজমন্ত্রী টমাস্ এ বেকেটের পিতার নাম জিলবার্ট এ বেকেট ছিল। তিনি বিখ্যাত * ক্রুসেড নামক ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক সেরাসেনবংশীয়া যুবতী তাঁহার প্রেমে আকৃষ্টা হন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যদি জিলবার্ট অধিক দিন তথায় থাকিতে অনুমতি পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত সেখানেই উভয়ে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। কিন্তু দৈব-প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা হইতে পারে নাই। অকস্মাৎ জিলবার্টকে পেলেষ্টাইন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিতে হইল। এমন কি তিনি যাত্রার পূর্ব্ব-ক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পান নাই, তাই তাঁহার প্রাণোপমা প্রণয়িনীকে কিছু বলিতে সুযোগ পান নাই। জিলবার্ট চলিয়া যাইলে পর, সেরাসেন যুবতী আশান্বিত হৃদয়ে প্রত্যহ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু যখন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অথচ তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রমণী অধীরা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রেম-শৃঙ্খল শিথিল হইয়াছে একথা তিনি কল্পনাপথেও আনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার কোন বিপদ ঘটিয়াছে ইহা আশঙ্কা করিয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইলেন। অবশেষে যখন শুনিতে পাইলেন যে, জিলবার্ট আর সে দেশে নাই, তাঁহাকে শোকের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন তিনি পাগলিনীর মত হইলেন, তথাপি আশা তাঁহার হৃদয় চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করে নাই। "বিপদি ধৈর্য্যং" তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন, তাই জিলবার্টকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দুইটী মাত্র ইংরেজি কথা শিখিয়াছিলেন, তাহার একটি "লণ্ডন", অপরটি "জিলবার্ট"। তিনি পাগলিনীর ন্যায় প্যালেষ্টাইনের রাজপথে পুনঃ পুনঃ লণ্ডন কথা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেরূপেই হউক লণ্ডননগরে যাত্রাকারী কোন এক অর্ণবপোতের অধ্যক্ষ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন। দৃঢ়ব্রতা মহিলা তখন "লণ্ডন" কথা উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া "জিলবার্ট" কথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে জাহাজ লণ্ডনে পঁহুছিল।

* যিশু খৃষ্টের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন তুরুষ্কবাসিদিগের অধিকার হইতে খৃষ্টানদিগের কর্ত্তৃক গ্রহণার্থ যুদ্ধ।

যাত্রিগণ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন। সেরাসেন যুবতীও তাঁহার জপমন্ত্র জিলবার্ট কথা উচ্চৈঃস্বরে জপিতে জপিতে লণ্ডনে রাজপথসমূহে বেড়াইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অপরিচিত লণ্ডনের কোন স্থলে তাঁহার প্রেমাস্পদ বাস করিতেছেন তাহা তিনি কিছুই জানেন না। তথাপি নৈরাশ্য নাই, আশায় বুক বাঁধিয়া মন্ত্রের সাধনে নিযুক্তা রহিয়াছেন, ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়! ধন্য তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা! এরূপ ব্রতের ফলপ্রাপ্তি ধ্রুব। কিয়দ্দিন চলিয়া যাইলে পর, মহিলা তাঁহার প্রাণপ্রতিম প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করিলেন। উভয়ে লণ্ডনে পরিণীতা হইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দিন পর টমাস্ এ বেকেট জন্ম গ্রহণ করেন।

এই সেরাসেন যুবতীর জীবনের ঈদৃশ অলৌকিক ঘটনা হইতে অনেক শিক্ষিতব্য বিষয় রহিয়াছে। পৃথিবীর অনেক নরনারী প্রতিকূল ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে নিরাশ হইয়া থাকেন। কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা কার্য্যে হস্ত প্রদান করেন সত্য, যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন আশায় তাঁহাদের বুক ভরা থাকে, কিন্তু যদি বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আশা উদ্যম থাকে না। সেরাসেন যুবতীর চরিত্র অন্য উপাদানে গঠিত ছিল, তাই বিপত্তির বিভীষিকা তাঁহাকে শঙ্কিত করিতে পারে নাই। তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে আশায় বুক বাঁধিয়া সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তাই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থা হয়েন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে উপায়ের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তাই কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রথরা বুদ্ধির সাহায্যে এ উপায় আবিষ্কার করিয়া লয়েন নাই, কারণ, লণ্ডন ও জিলবার্ট কথা উচ্চারণ জিলবার্ট-লাভের সহায় হইতে পারে, সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি একথা বলিবে না, প্রত্যুত উহা বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিবে, অথচ তাঁহার বুদ্ধির অভাবনীয় এক অলক্ষ্য শক্তি যেন অন্তরের গূঢ় স্থান হইতে বলিয়া দিতে ছিল,—সাধ্বি! তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার এই পথ, তুমি এ-পথ ধরিয়া থাক, কাজে সিদ্ধি লাভ করিবে।” যাঁহারা জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে বুদ্ধিশক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া অচিন্তনীয় সেই মহাশক্তির বাণী শ্রবণেই আশ্বস্তচিত্তে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অতি সামান্য বস্তুও অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারে। সমালোচনাপ্রিয় মানবগণ যখন এবম্বিধ ব্যক্তির কার্য্যের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, তখন কত উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, যখন কার্য্যের অভাবনীয় ফল প্রত্যক্ষ করেন, তখন বিস্মিত হইয়া

নিজেদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের মূল্যহীনতা অনুভব করেন। এই মহাশক্তির সেবক সেবিকাই কেবল উপায়ের উপযোগিতা সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হইলেও উপায়ের প্রতি সন্দিহান হয়েন না, প্রত্যুত অটল বিশ্বাসের সহিত উপায় অবলম্বনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন ও পরিণামে সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুমারী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

হে বামাবোধিনি! আজ
বন্ধুহীন হলে তুমি,
শান্ত শিষ্ট সুসন্তান
হারাইলা বঙ্গভূমি।
জ্ঞানদাতা গুরু হয়ে
সিটিকলেজের কাজে
জীবন সঁপিয়ে যিনি
ধন্য আজ ধরামাঝে।
এ হেন হিতৈষী জনে
হারাইয়া ছাত্রগণ,
পিতৃহীন হয়ে আজ
শোকনীরে নিগমন!
হৃদয় দহিছে শোকে
বিষাদে ভাঙ্গিছে প্রাণ,
ঘরে ঘরে বঙ্গবাসী
নরনারী ম্রিয়মাণ!
নীরবে দেশের হিত
সাধিয়াছ প্রাণপণে,
বাহ্য-আড়ম্বর-হীন
কে না বাধ্য তব গুণে?

স্বভাবে প্রশান্ত ভাব
প্রকৃতি মধুর অতি,
কি উদার শিষ্টাচার
মিষ্টভাষী—হৃষ্টমতি।
প্রবীণ গভীর ধীর
সুবিনয়ী ক্ষমাশীল,
অভিমানশূন্য প্রাণ
অহঙ্কার নাহি তিল।
ধর্ম্মবীর—কর্ম্মবীর
সত্যপ্রিয় ন্যায়বান্,
শুদ্ধাচারী পুণ্যব্রত
সাধুভক্ত নিষ্ঠাবান্।
এমন সুপুত্র মা'র
গিয়াছে অমরধামে,
ধন্য আজ বঙ্গদেশ।
ধন্য মোরা তাঁর নামে।
ধর্ম্মের মুকুট পরি
শিরে লয়ে দেবাশীষ,
করেছেন শুভ যাত্রা
আলো করি দশ দিশ।

সাধন সম্বল করি
মুখে লয়ে হরিনাম,
ছুটিছে অনন্ত পথে
পায় ঠেলি স্বার্থকাম।
পালিয়ে নিষ্কাম ব্রত
চিরশান্তি-নিকেতনে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত সুখ
চিরকাল শান্তমনে।
যাও যাও যাও দেব!
কাটি মায়া-মোহ-পাশ
স্বর্গসুখে সুখী হয়ে
কর সুখে স্বর্গবাস।
বঙ্গমাতা ধন্যা আজ
তোমারে গরভে ধরি,
বঙ্গবাসী ধন্য আজ
ও নাম স্মরণ করি।
"সত্যমেব জয়তে"
এই মূল মন্ত্র সার—
দেখালে উমেশচন্দ্র
জীবনে করি প্রচার॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

তপস্যা।

(৬)

পর দিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে আমি সমস্ত প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, সুষমাদের বাড়ীর দিকের একটা জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা যদি সুষমাকে একটীবার দেখিতে পাই!

"নবীন তপস্বিনী"র জলধর বলিয়াছিল,—"আশা কোচ্চি মালতীর, আর আস্চে কিনা বিদ্যাভূষণ!" আমারও তাই হইল। দেখি খোলা ছাতের উপরে এক জন সদ্যঃস্নাতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক, গায়ে নামাবলী, কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা, হাতে জপমালা; মালা জপ করিতেছেন। আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তিনিও আমার উপরে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই কথা আমাদের দেশের প্রাচীনা মহিলাদিগের সম্বন্ধে অনেকস্থলে প্রযোজ্য। তুমি আমি যাহার সহিত কথা বলিতে কত ইতস্ততঃ করি, কত সঙ্কোচ মনে করি, কল্পনায় কত আশঙ্কার বিষয় সৃষ্টি করি, প্রাচীনা মহিলাগণ অবাধে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারেন। যাঁহাদের বর্ষীয়সী "ঠাকুর মা" অথবা "দিদি মা" আছেন, তাঁহারা এ কথার সত্যতা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

অতএব সেই প্রাচীনা রমণী মালা জপ বন্ধ রাখিয়া সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এ বাসায় কত দিন এসেছ, বাছা?"

আমি বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম—

"আজি প্রায় এক মাস হইবে, আমরা এখানে আছি।"

তখন তিনি আমার নাম, ধাম, জাতি, পিতৃকুল, পতিকুল বিষয়ক কত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি নম্র ভাবে সমস্ত উত্তর করিতে লাগিলাম। শেষে আমি পীড়িতা জানিয়া বড়ই সহানুভূতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে চিকিৎসা করিতেছে?" আমি ধীরে অথচ সাগ্রহে বলিলাম,—"সুরেশ ডাক্তার।"

প্রা। সুরেশ ডাক্তার? সুরেশ খুব ভাল ছেলে। সুশীলের সঙ্গে ক'দিন আমায় দেখতে এসেছিল; আমি তেঁতুলের আচার দিলুম, খেয়ে কত সুখ্যাতি কোল্লে! বেশ ছেলেটী, যেমন রূপে তেমনি গুণে; বড় ভাল ছেলে! তা আমি তো ডাক্তারি-অসুধ খাই না বাছা, কবিরাজী অসুধ খেয়ে ভাল হয়েছি।

আমি। আপনারা এখানে কে কে আছেন?

প্রা। আমি, আমার বোনঝি, আর বোনঝির খুড়তুতো ভাই সুশীল। তুমি আমার সুষিকে দেখেছ কি বাছা?

আমি। একটী মেয়েকে দেখে ছিলাম। তাঁর নাম সুষমা।

প্রা। ঐ আমার সুষি। আহা! বাছা আমার লক্ষ্মী! যেমন লেখা পড়া শিখেছেন, তেমনি ঘর কন্নার কাজ জানেন। আহা! বাছার কপালে কেন এমন হলো! বুঝি জন্মান্তরে কাকে বঞ্চিত করে এসেছে, তাই এ জন্মে সকল সুখে বঞ্চিতা হয়েছে! ও হরি! দীনবন্ধো!

দেখিলাম প্রাচীনা নামাবলীর অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

আমি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "আপনার বোনঝির হাতে শাঁখা, সীঁথিতে সিন্দুর দেখিয়াছি; ওঁর স্বামী কোথায় থাকেন?

প্রাচীনা ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন,—"ও কথা বলো না মা, ও কথা বলো না। আমরা মনে করি যে সুষির আমার বে হয় নাই—সুষি আমার আইবুড় আছে। বাছা জন্মান্তরে কাকে বঞ্চিত করে এসেছে, তাই এ জন্মে এই দশা হয়েছে। ওর মা ভাগ্যবতী; তাই সধবা স্বামী চলে গেল; আর অভাগিনী আমি, মেয়ের এই জ্বালা সইবার জন্ম বেঁচে রইলুম! হা! গোবিন্দ মধুসূদন!"

আমি বিস্ময়ের উপরে বিস্মিত হইলাম! সুষমার বিবাহের ব্যাপার কি কিছুই তো বুঝিতে পারি না! যাহা হউক, ও কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম,

"আপনার বোনঝির ভাই বোন কয়টী?

প্রাচীনা উত্তর করিলেন "আঃ! ওর কি ভাইবোন আছে—তা'রা সবাই চলে গিয়াছে! ওর মা সতী লক্ষ্মী, আমার চাইতে পনর বছরের ছোট সহোদরা; সেও আজি তিন বছর গত হয়েছে। এখন বাপের সবে ধন নীলমণি ঐ সুষি। ওর বাপ আগে পশ্চিমে চাকরি কত্তেন, অনেক টাকা মাইনে পেতেন; এখন পেন্‌সন পাচ্ছেন। তিনি পশ্চিমেই

আছেন—খুব পশ্চিম নয়, এখন দেওঘরে বাড়ী করে আছেন। তা' সেখানে অসুখ হ'য়ে ছিল, তাই ভাল হ'তে এখানে এসেছি। মেয়েটীকে বেশী দিন না দেখ্‌লে তিনি তো থাক্‌তে পারেন না, তাই এরই ভিতরে আবার সেখানে যাবার চিঠি দিয়েছেন। আমি তো ভাব্‌ছি এই মাঘ মাসটা কঙ্গা নেয়ে ফাগুন মাসে যাব।—কঙ্গা কি তা বুঝেছ বাছা? ঐ মা জাহ্নবী। গঙ্গা আমার শ্বাশুড়ীর নাম, তাই আমি বল্‌তে পারি না—

এই অশ্রান্ত বাগ্মিতা আরও অনেকক্ষণ শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া উষার প্রথম কিরণ-সম্পাতের মত সুষমা সেখানে প্রবেশ করিল। আমার মন যেন সূর্য্যমুখীর মত মনে মনে তাহার অভ্যর্থনা করিল। এ জগতে ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম,—আমাকে দেখিয়া সুষমার পদ্মপত্র-তুল্য চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রাচীনা ব্যস্ততা সহকারে সুষমাকে বলিতে লাগিলেন,—"ওটী ওবাড়ীর মেয়ে? ওঁর সঙ্গে আজ আলাপ কল্লুম। আহা, মেয়েটী বড় তো ভাল; ওঁর নাম কিনয়?"

সুষমা হাসিল; আমিও হাসিলাম।—বলিলাম,—"আমার নাম বিনীতা।"

প্রা। ঐ গো ঐ। বিনীতাই বটে। এখন কত রকমের নাম হয়েছে, আমাদের অত মনেও থাকে না। সে দিন যে আমার ভাশুরঝির মেয়ে এসে ছিল, তার নাম কি বোল্লে সুষি?—সেই যে কামিনী না কমি—কি বোল্লে সুষি?

সুষমা মৃদু-হাসিয়া বলিল,—"তাঁর নাম কমনীয়া।"

প্রা। ঐ শোন বাছা, কি বিদ্‌ঘুটে নাম।

সহসা এই সমিতি ভাঙ্গিয়া গেল; মণিদিদি দূর হইতে উচ্চরবে ডাকিল,—"বিনীতা! শীঘ্র এসো, বড় শুভসংবাদ," আমি সুষমাদের নিকটে বিদায় লইলাম।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিনে।

(বামাবোধিনীর উক্তি)

১

অভাগীর জন্ম দিন,
সকলে আসিলা অই,
জীবন-জনম-দাতা
কই পিতঃ! তুমি কই?—

২

স্নেহ দয়া শুভাশীষ
আনিয়াছে কত বুক,
কোথা তুমি স্নেহময়,
কই সে প্রসন্ন মুখ!

৩

ঋষির কুমারী আমি
পিতৃ-স্নেহ-তপোবনে,
লুকায়িত ছিনু এক
শান্তিময় নিরজনে।

৪

লাগেনি আমার গায়ে
সংসারের কুবাতাস,
হিংসা দ্বেষ, কপটতা,
ব্যঙ্গ কিম্বা উপহাস।

৫

গোলাপ, কমল ফুটি
লভে জগতের স্তুতি,
পিতৃস্নেহে ফুটেছিনু
আমি এক ক্ষুদ্র যূথি।

৬

জগতে নগণ্যা হেন
সে ক্ষোভে কাঁদেনি প্রাণ,
তব বুকে ছিল পিতঃ!
আমার আরাম-স্থান।

৭

গড়িলে মানসী মেয়ে
আপন মনের মত,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম
শিখাইলে অবিরত।

৮

কত দিন অনশনে
কত বা যামিনী জাগি,
কত আশা আশঙ্কায়
খেটেছ আমারি লাগি;

৯

শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ
আসেনি ও দেব-দেহে,
পালিয়াছ তুষিয়াছ
সমুদ্র-সমান স্নেহে!

১০

স্বদেশ বিদেশ হ'তে
কত ফুল তুলে আনি,
সাজায়েছ তাপসীরে
করিয়া কুসুমরাণী!

১১

যখন ছাড়িলে ধরা—
বজ্রাহত পরিজন,
তখনো আমারি চিন্তা
হায়! হায়! কি বেদন!

১২

দাসীর কি দোষে পিতঃ!
আজি এই দুই মাস,
চলি গেছ কোন দেশে
করি হেন সর্ব্বনাশ?

১৩

সে আদর, সে যতন
সে মমতা প্রাণ-ভরা,
সহসা হারায়ে ফেলে
হয়েছি জীবনে মরা!

১৪

সেই বাড়ী সেই ঘর
সকলি রয়েছে তাই,
তবুও আঁধার সবি
কেন পিতঃ! তুমি নাই?

১৫

তব সেই রাজাসন,
পড়ি আছে শূন্যময়,
সে আনন্দধামে আজি
নিরানন্দ সমুদায়।

১৬

ক'ব কি মনের কথা—
জানেন অন্তরযামী,
তুমি যে আমারি পিতঃ!
তোমারি কেবল আমি;

১৭

তোমার অভাব হেন
আর যে সহেনা হিয়ে,
তব এ "বামাবোধিনী"
ভবে রবে কিবা নিয়ে?

১৮

আজি আমি অনাথিনী,
আরাম-আশ্রয়-হীনা,
তোমার সাধের মেয়ে
আজি যে দুখিনী ক্ষীণা!

১৯

অথবা কিসের ভয়,
কেন করি হাহাকার,
আমি যে তনয়া, এক
মরতের দেবতার!

২০

তোমার সে আশীর্ব্বাদ
তাও কি বিফল হয়?—
অপূর্ণ তোমার আশা?—
কভু নয়, কভু নয়।

২১

তাই বুঝি দয়াসিক্ত
এত মধুময় প্রাণ,
এসেছেন অভাগীরে
করিতে করুণা দান,

২২

তাই বুঝি হেরি মোরে
জনক-জননী-হারা,
স্নেহার্দ্র নয়ন কত
ঝরিছে নির্ঝরধারা;

২৩

তাই বুঝি এ দীনার
ক্ষুদ্র প্রাণ-প্রয়োজন,
কুসুম-কোমল বক্ষ
করিছে এ দৃঢ় পণ!

২৪

তোমারি আশীষ পিতঃ!
তোমারি পবিত্র সাধ,
রক্ষিবে এ তুচ্ছ প্রাণ
ক্ষমি ত্রুটি অপরাধ।

২৫

তোমার মঙ্গল ইচ্ছা,
পূরাবেন জগদীশ;
করিতে তোমার কাজ
দাও বল, শুভাশীষ।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

আমি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট এক সময়ে পরিচিত ছিলাম—সে অনেক দিনের কথা। তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পাদমূলে বসিয়া বহুসংখ্যক বঙ্গীয় যুবক আপনাপন ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। আমি সে সময়ে অনেক বার তাঁহার দরবারে ৺উমেশচন্দ্রের নিকটে বসিয়া ধন্য হইয়াছি। তাহার পর কখন কখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। তখন তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যুন্নত সোপানে আরোহণ করিয়া বিশ্বসেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তখন তিনি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের দূর হইতে মাত্র নমস্য ও দ্রষ্টব্য ছিলেন। তাহার পর বহুবৎসর আমি তাঁহাকে "চর্ম্মচক্ষে" দেখি নাই, কিন্তু তিনি আজীবন আমার অন্তশ্চক্ষুর গোচর ছিলেন। কেননা, যে সকল মানবদেবতার পূজা করিয়া আপন জীবনের হীনতা, সঙ্কীর্ণতা, ও ক্ষুদ্রতা হইতে আপনাকে উত্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ৺উমেশচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তিনি বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেও আমার অন্তর্জগতে পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মানব উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে দেবতা উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় নাই। তথাপি আমি একান্ত কাতর ও শোকাকুল হৃদয়ে আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। এই দেশপরিব্যাপী স্ত্রী ও পুরুষের আর্ত্তনাদের মধ্যে স্থির থাকা আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্তের সাধ্য নহে। আক্ষেপ, বিলাপ, শোকোচ্ছ্বাস, শোকগাথা, শোক-স্মৃতি ও কাতর প্রার্থনা পরিপূর্ণ শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীখানা হস্তে লইয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন—লিখিত ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্রের উচ্চ আদর্শের প্রকৃত ও সুন্দর চিত্রটী দেখিয়া কাহার হৃদয় ভক্তিতে নমিত ও আকাঙ্ক্ষায় উন্নীত না হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি বহুকাল তাঁহাকে দেখি নাই, আজ বামাবোধিনীর শোকাবিষ্ট মসীচিত্রিত আঁধার ক্রোড়ে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পত্রিকাকে মসীতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও বোধ হয় এই প্রতিমূর্ত্তির সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির, প্রেমময় ভাবের মধুর জ্যোতি সে নিবিড় কালিমা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইত। যৌবনের সেই ঈষৎ প্রদীপ্ত একাগ্রতা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম, সেই ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর-শীলতা ও আত্ম-বিসর্জ্জন, সেই পরসেবা-ব্রতানুধাবনে জীবন সমর্পণের অব্যক্ত ব্যাকুলতা ও চিন্তাব্যঞ্জক মুখের ভাব যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বার্দ্ধক্যে কি মধুর, কি সুন্দর কি প্রশান্তভাবে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। যোগী পুরুষের যোগারম্ভের একাগ্রতা, উদ্যম, ব্যাকুলতা, চিন্তা,

সাধন—সময়ের আশ্বাস, পরিশ্রম অধ্যবসায়, ধৈর্য্য তিতিক্ষা কি সুন্দর রূপে সিদ্ধির শম, দম, শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নৈষ্কর্ম্যে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া এই হতভাগ্য দেশের উচ্চ আদর্শ সমুদায় তিরোহিত হইতেছে, এক একটী করিয়া পথপ্রদর্শক মানব দেবতা অন্তর্হিত হইতেছেন। আমরা অধিকাংশ অক্ষম, অযোগ্য অকর্ম্মণ্য হতভাগ্যগুলি মাতার অঙ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া পড়িয়া আছি। যাঁহাদের যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতা আছে, তাঁহারা যে অনেকে জীবন-ক্ষেত্রে পথহারা বা বিপথগামী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কে পথ দেখাইয়া দিবে? আজ যে ভারতভূমির বড়ই দুঃসময়—আজযে বাঙ্গালার বড়ই কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কস্যচিৎ অরণ্যবাসিনঃ।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ।

বঙ্গ মহিলার হিমালয়-ভ্রমণ।

(৫২৭ সংখ্যা—৮৭ পৃষ্ঠার পর)

২৮এ নবেম্বর, শনিবার।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। ভুটিয়া স্ত্রীলোকটী ভুট্টার রুটী ও কতকগুলি আলু সিদ্ধ সঙ্গে দিল। আমরা তাহাকে ৫টী টাকা দিয়া ও কৃতজ্ঞতাসূচক অনেক কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তার কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। ভুটীয়া-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভদ্রবংশীয়া মহিলাদের যে সদ্গুণ থাকা উচিত, ইহাতে তাহার অভাব দেখিলাম না। ভুটিয়া স্ত্রীলোকটী সেই অজ্ঞাত রাজ্যে পথ দেখাইবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিল। পাহাড়ের নীচে অনেক চমরী গাভী দেখিলাম। পূর্ব্ব দিনের পথশ্রমে যথেষ্ট ক্লান্ত আছি, এমন কি, পায় ব্যথায় চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আশা, হয়ত একটু ভাল পথ পাইব। তা পথ পাওয়া দূরে থাকুক, এমন স্থান দিয়া চলিতে হইতেছে যে পূর্ব্ব দিনের কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হইল। গভীর গর্ত্তে নামিয়া অগ্রসর হইতেছি, ঝরনার জল পড়িয়া তাহা কর্দ্দমপূর্ণ ও পিছল হইয়াছে। সঙ্গিনী একটী মহিলা দুই একবার পড়িয়া যাইয়া আর হাঁটিবেন না স্থির করিলেন। আমরা মহা বিপদে পড়িলাম, কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই ভুটীয়া স্ত্রীলোকের আত্মীয়া একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে পিঠে বহন করিতে সম্মত হইল। এ দুর্গম পথে একজন মানুষ পিঠে করিয়া চলিতে পারিবে, কোন মতেই বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সে

আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সঙ্গিনীকে পিঠে বাঁধিয়া এমন দ্রুতবেগে চলিয়া গেল যে, আমরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কত হাসিলাম, বলিতে পারি না। বহুদূর হইতে ঘোর তুফানের মত শব্দ শুনিতে শুনিতে পর্ব্বতবাহিনী এক ভীমস্রোতা নদীর তটে পৌছিলাম। প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডে বাধা পাইয়া ফেনরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কি ভীম রবে ছুটিতেছে! শব্দে কর্ণ বধির হইয়া গেল। স্রোতের বেগ দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়। নদীগর্ভে পাষাণস্তূপ পড়িয়া আছে। একটা শিলাখণ্ডে বসিয়া নদীর নির্ম্মল জলে হাত মুখ ধৌত করিলাম, পথশ্রান্তি যেন একবারে দূর হইল। পর্ব্বতের মূলদেশ হইতে উপরের শোভা কি রমণীয় দেখাইতে লাগিল! পারাপারের জন্য দুই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড একত্রে বাঁধা রহিয়াছে। সন্তরণে অপটু বলিয়া জলে আমার বিশেষ ভয়। বৃক্ষকাণ্ডের উপর দিয়া কেমন করিয়া এ ভীমস্রোতা নদী পার হইব ভাবিয়া অত্যন্ত ভয় হইল। ঘোড়াগুলি সাঁতার দিয়া স্বচ্ছন্দে পার হইয়া গেল, দেখিয়া কিঞ্চিৎ সাহস জন্মিল, ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদে অপর পারে পৌছিলাম। এ পারের পথের কথা বলিবার নহে। যাঁহারা সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহার দুর্গমতা উপলব্ধি করা দুষ্কর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শিকড় অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি, আবার হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছি। একবার নামা উঠাতেও দুর্গম পথ শেষ হইল না। ৫।৬টা উচ্চ পর্ব্বত এই প্রকার কষ্টে অতিক্রম করিলাম। এবার কোথায় একটু ভাল পথ, দেখিয়া আশা জন্মিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে যাইয়া পড়িলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদের নিকট শুনিলাম,—এই ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠা ভিন্ন পথ নাই। শরীরে যত টুকু বল অবশিষ্ট ছিল, এ কথা শুনিয়া তাহাও যেন ছাড়িয়া গেল। সমস্ত দিন প্রায় আহার ঘটে নাই বলিলেই হয়। তাহার উপর ঘোর পরিশ্রম। একটু বিশ্রাম লাভের জন্য আমরা ৪ জন যাত্রী পর্ব্বততলে বসিলাম। সেই ভুট্টার রুটী আহার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এত কদর্য্য যে, তত ক্ষুধার সময়েও তাহা মুখে দিতে পারিলাম না। মরুয়া বীজের কিছু খই সম্বল ছিল, তাহা অতি উপাদেয় বলিয়া আহার করা গেল। ডাণ্ডিওয়ালাগণ এ পথে আসার একান্ত বিরোধী ছিল, এখন আমরা যত ক্লান্ত হইতেছি, তাহারাও আপনাদের অভিজ্ঞতার গর্ব্ব করিতে করিতে আমাদিগকে তত নিন্দা করিতেছে। দলের অধিনায়িকা আমাদিগকে এই পথে আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ইহাদের অধিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কষ্টের সময়ে লোকগুলির নিন্দাবাদ শুনিয়া আরো বিরক্ত হইতেছি, কিন্তু তাহাদের আলাপ যেন কিছুই বুঝিতে পারি না, এই ভাণ করিতেছি। সঙ্গী ভদ্রলোক পাথরের উপর গড়াইয়া পড়ি-

লেন। ডাণ্ডিওয়ালাগণ যদি তাঁহাকে পিঠে বহিয়া চলে, ভাল, নতুবা তিনি কদাচ উঠিতে পারিবেন না। জন্মস্থান ও দূরস্থ পিতা মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ-ধ্বনিতে সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে অস্থির। আমরা এত ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিলে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক বলিয়া কতই উপহাসের ভাগী হইতাম। এই ভদ্র লোকটী সঙ্গী না হইলে এত হাসিবার সুযোগ ঘটিত না, পথশ্রান্তি দ্বিগুণ কষ্টকর হইত, এজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। তিনিও এমন শান্তপ্রকৃতি যে, সকলকে এত হাসিতে দেখিয়া একদিনও ধৈর্য্যহারা হন নাই, বরং এতগুলি শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। যাহা হউক, এতক্ষণ বিশ্রামের পর, ঝরণা-অধিরোহণ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলগা পাষাণস্তূপ বহিয়া ভয়ঙ্করবেগে জলস্রোত নামিতেছে, তাহার উপর চলা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার; সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বস্ত্রাদি ও জুতা একেবারে ভিজিয়া গেল। দুইটী ঘোড়া উলটিয়া নীচে পড়িতেছিল, আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইল। ৬টী ঝরণা অতিক্রম করিয়া প্রায় সূর্য্যাস্তের সময়ে ঘোর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী একটী জনশূন্য ভগ্ন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সকল দিকের দরজা বন্ধ, অগত্যা শার্শি ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইল। গৃহটী দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু একবারে গৃহসজ্জাশূন্য; তথাপি যে আশ্রয় পাইলাম ইহা ভাবিয়া আমরা কতই কৃতজ্ঞ। আহার সামগ্রী একবারে নিঃশেষ হইয়াছে, সুতরাং কিছু সংগ্রহ না করিলে পরদিন পথ চলা দুষ্কর। ৬মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ৩টী টাকা দিয়া লোক পাঠাইলাম। অনেক রাত্রিতে সে ⁄২সের চাউল মাত্র লইয়া ফিরিল। এমন মোটা চাউল কখনও দেখি নাই, কিন্তু ক্ষুধার সময়ে তাহাই কত উপাদেয় বোধ হইল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিশ্রাম করিতে গেলাম। অত মোটা চাউলের অন্ন আহার করার ফলে সহযাত্রী বালিকাটী নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। এমন স্থানে তাহাকে পীড়িত দেখিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া অনেক সুস্থ বোধ করিল। রাত্রিশেষে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে, পীড়িত বালিকাকে লইয়া যাত্রা করা উচিত কিনা, চিন্তা করিতে লাগিলাম। আজ এ বাঙ্গালায় থাকিলেও আহারীয় দ্রব্য মিলিবেনা। অগত্যা যাওয়াই স্থির হইল।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

মনুষ্যজীবনে আশা ও নিরাশাসকল হৃদয়বৃত্তির মধ্যে পরিচালকস্বরূপ। আমরা ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে হত ও আহত হইয়াও পড়ি, জীবনের বলও সংগ্রহ করি। ভগবানের কৃপায় অদ্য আমারও বহু দিনের আশা সফল হইল। আমাদের চিরপ্রিয় বামাবোধিনীর জন্মোৎসবে আমরা উপস্থিত হইয়া যোগদান করিবার অবসর পাইলাম। কিন্তু সে সুখ সম্মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলাম না। এ জগতে অভাব ও অপূর্ণতা অপরিহার্য্য। গৃহ সংসারে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টতা সাধন করিতে পারিনা। কোনও না কোন অভাব বা শূন্যতা রহিয়াই যায়। এ বিশ্ব-মন্দিরকে যত করিয়া সাজাইতে যাই, ততই দেখি,—একটা না একটা খুঁত আছে। বিধাতা আমাদের হস্তে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাই বুঝি সম্পূর্ণতা এখানে ঘটে না।

অদ্য আমরা পবিত্র ভবনে সম্মিলিত হইয়া অনেকগুলি বামাবোধিনীর হিতৈষী ভ্রাতা ভগ্নীকে সমুপস্থিত দেখিলাম, এবং শীর্ষস্থানীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম—অবশ্য যথা সময়ে উপস্থিত না হইতে পারায় পরিচিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পারি নাই ও সেই দিনের আলোচ্য বিষয়ও সকল জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তথাপি যতগুলি মন্তব্য শ্রবণ করিলাম, তাহাতে সকলি সন্তোষকর আপত্তিহীন বলিয়া জ্ঞান হইল—কিন্তু যে স্থানে উপনীত হইয়াই সেই ৺ পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শত শত স্মৃতি অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাঁহার অভাব তীব্র ভাবে জাগিয়া উঠিল, স্ত্রীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা যে ঘটিল না তাহাও বলিতে পারি না। অশ্রুজলে সেই ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরের পূজা করিলাম। যদিও তিনি এ নশ্বর ভবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহারই স্নেহ ও সদ্ব্যবহারের প্রভাবে আজ আমরা এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের চিরাদরের বামাবোধিনীর সম্মান করিতে তাঁহারই আদর্শে শিখিয়াছি। হিতকারিণী বামাবোধিনী আজ পিতৃহীনা। এক্ষণে পরিচালক মহোদয়গণ ও হিতৈষিণী কৃতজ্ঞা ভগ্নীগণের উপর ইহার জীবন-ভিত্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ইহার শ্রেষ্ঠ সহায়। যোগ্য ব্যক্তি যে সেই আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ইহাই বামাকুলের পরম লাভ। এখানে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার একটা কথা স্মরণ হইল, "সুমিত্রা-চরিত্র" লিখিবার সময় একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—কবিরত্ন মহাশয় বলেন,—"মেয়েরা যদি আমার

নিকটে আসে, তবে আমি তাহাদিগকে শিখাইতে পারি যে—আদর্শ চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত"।' দেখ! বিধাতার অনুগ্রহে আজ "বামাবোধিনী" তাঁহারই আশ্রয়গত। অতএব আমাদের হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইতে হইবে না।

স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মহাশয়ের নিকট আমরা যেরূপ ঋণী, তাহার জন্য শুদ্ধ কৃতজ্ঞ না হইয়া সাধ্যমতে বামাবোধিনীকে জীবিত রাখিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সেই উন্নতিটুকু সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদের নিজের উন্নতি অন্বেষণ করিতে হইবেক। কলিকাতা মহানগরীতে অধুনা শিক্ষিতা মহিলাগণের অভাব নাই। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে যত্ন করিলেই আমরা সিদ্ধি লাভ করিব। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় মহাত্মার সকল সদ্গুণের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট গুণ ছিল, সেটী "অসাম্প্রদায়িকতা"। তাঁহার নিকটে কেহই অপবিত্র বা অস্নেহের ছিল না। যেমন একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তার প্রিয় উপাসক ও পরম ভক্ত ছিলেন, তেমনি একতা-শৃঙ্খল তাঁহার অন্তঃকরণে অভগ্ন ও অটুট ছিল। তন্নিমিত্ত তাঁহার কার্য্যে ভেদাভেদ, অনৈক্য বা বিশৃঙ্খলতা ঘটে নাই। তিনি নিঃস্বার্থভাবে যেমন বামাগণের হিতান্বেষণ করিতেন, তেমনি আমাদেরও সেই নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা এক ভগবানের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া আমাদের জাতীয় কল্যাণ উপার্জ্জন করিব। কতকগুলি তৃণ একত্র হইয়া কঠিন রজ্জুর কার্য্য করে, তবে আমাদের মানসিক শক্তির সমষ্টি একত্র হইলে যে, আমরা কৃতকার্য্য না হইব এমন সম্ভব নহে। যদিও ধর্ম্মগ্রন্থের খনি ভারতে এক্ষণে ধর্ম্মবিপ্লব যে নাই তাহা মনে হয় না, কিন্তু তাহা সত্বেও যদি অদ্বৈত সত্য ও পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইয়া আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই, তবে সেই এক লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইব। বামাবোধিনীর প্রসাদে আমরা সুদূর প্রবাস হইতেই বামাহিতৈষিণী ভগ্নীগণের নিকট পরিচিতা ও সমাদৃতা এবং পরস্পরের জ্ঞানালোকে পরস্পরে অনুপ্রাণিতা। অতএব বামাবোধিনীর এই অসহায় অবস্থায় প্রাণপণে সেবা করিয়া তাহাকে জীবিত রাখাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে, তিনি তাহা অন্যত্র প্রসারিত বা ব্যয় না করিয়া, যে বামাবোধিনী আমাদের আজীবন হিত সাধন করিতেছে, তাহারই উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করুন। সুযোগ্য লেখিকাগণের সাহায্যে পত্রিকার স্থায়িত্ব ও সমাজের মঙ্গল বিস্তার হইবার আশা হয়। তাঁহারা অন্যত্র স্বীয় স্বীয় প্রতিভা বিকাশ না করিয়া এই প্রাচীন পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলের প্রত্যাশা করা যায়। জানিনা কি উদ্দেশে নিত্য নব নব কল্পনা বিকাশ করিয়া আমাদের শিক্ষিতা ভগিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বিভাকরের সৃষ্টি করিতেছেন ও তরুণালোকে রাজ্য বিভাসিত

করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, অথচ সমাজের এমন দশা যে, পাঠক ও লেখক উভয়েরই অভাব, সুতরাং তাহার সুফল কোথায়? বঙ্গবাসিনী ভগ্নী আমরা হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান সকলে মিলিয়া এক সূত্রে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিয়া দেখি পরমেশ্বর মঙ্গলহস্তে বর প্রদান করেন কি না। আমি এক জন অতি দীন-হীন বামাবোধিনীর সেবিকা, আমার ক্ষুদ্র-জ্ঞানে এই,—উপলব্ধি হয়,—একতামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। ইতি নিবেদন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। জয়পুরের মহারাজ ১১ই আশ্বিন তারিখে একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে রাজধানীতে খুব আনন্দোৎসব হইয়াছিল। ভগবান্ রাজকুমারীকে দীর্ঘায়ু করুন।

২। বিলাতের পার্লেমেণ্ট সভার অন্যতম সভ্য, স্বাধীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ কেয়ার হার্ডি ভারতের আধুনিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

৩। এ বৎসর চারি জন দেশীয় যুবক সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী, একজন মান্দ্রাজী ও দুই জন পার্শী।

৪। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের ৩রা তারিখে বিলাত-প্রবাসী স্বর্গগত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ রত্নকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ৺রজনী নাথ রায় মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী অমিয়া বালার শুভ বিবাহক্রিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন পুণ্যময় করুন।

৫। বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে সিটি কলেজ গৃহে একটী মহতী সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে সকল সম্প্রদায়ের বহু লোক সমাগত হইয়া উক্ত মহাপুরুষের অদ্ভুত-কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন।

৬। শুনা যাইতেছে, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত অজিত সিংহের পরিবারকে মাসিক দশ টাকা খোরাক দিবেন। এইরূপ সাহায্য গবর্ণমেণ্টেরও অনুপযুক্ত এবং অজিত সিংহের পরিবারের পক্ষেও সম্মানের নহে।

৭। "বন্দে মাতরং" পত্রিকার নামে রাজদ্রোহের যে অভিযোগ হইয়াছিল,

তাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক প্রমাণ করিতে না পারায় তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। বন্দে মাতরং পত্রিকার প্রিন্টারের তিন মাস জেল হইয়াছে।

৮। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের ২রা তারিখে বিডন স্কোয়ারে একটী সভা হইতেছিল। পুলিশের লোকজন আসিয়া সেই সভা ভঙ্গ করিয়া দেয়। পর দিনও ঐ অঞ্চলের ভদ্রলোক ও দোকানদারদিগের উপর ঘোর অত্যাচার হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের এইরূপ ব্যবহারের প্রতি পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষগণের তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৯। স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে যিনি ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে "নীরব কর্ম্মী উমেশচন্দ্র দত্ত" এই বিষয়ে তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যগুলি উল্লেখ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ দশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

(১) গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস; (২) মানস-সরোবর। এই দুই গ্রন্থ শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক প্রণীত, এবং তদীয় ঋষিকল্প পিতৃদেব, বঙ্গের সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর মহোদয়ের চরণে উৎসর্গীকৃত। উপযুক্ত বস্তু উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। ভাবসৌন্দর্য্যে ও ভাষা মাধুর্য্যে এবং আধ্যাত্মিক মহিমায় গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ধর্ম্মপ্রাণ ভাবুক গ্রন্থকারের নিকট আমরা অনেক আশা করি। মানসসরোবরের মূল্য ॥০, এবং গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মূল্য ।/০ আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে প্রাপ্য।

(৩) স্বদেশরেণু—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সিটীবুক সোসাইটীতে প্রাপ্য। মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন;—"বঙ্গদেশে শিশুদের জন্য যে সকল ছড়া প্রচলিত আছে, সে সকল প্রায়ই "জুজুবুড়ী" ও "ছেলে ধরা" প্রভৃতির কথায় পূর্ণ। এ সকল ছড়া অনেক সময়ে শিশুহৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। যাহাতে কোমলমতি শিশুগণের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত হয়, আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, স্বদেশ-ভক্তি জাগরিত হয় ও স্বজাতিপ্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়, এইরূপ সদ্ভাবউদ্দীপক কয়েকটী ছড়া প্রকাশ করিলাম।"—গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী হই-

য়াছে। শিশু-বদনে শুন্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল উপাদেয় গাথা শিশু-কর্ণে প্রদত্ত হইলে, সময়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া অমৃত ফল প্রসব করিবে। এই সকল গাথায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নিশ্চয় গঠিত ও পরিপুষ্ট হইবে।

বামা-রচনা।

দুর্ভিক্ষ-চিত্র।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)।

১

কি দিবি দেনা মা, খে'তে, মরিযে ক্ষুধায়!
খোকা কেঁদে হ'ল সারা, কেন মা দিস্‌নে সাড়া,
দারুণ ক্ষুধায় তার পেট জলে যায়,
মোদেরে উপসী থুয়ে, কি সুখে আছিস্ শুয়ে,
কখন রাঁধিবি ভাত? আয় উঠে আয়!

২

থাকিতে পারি না আর, পেট জলে যায়,
তুই না পারিস্ দে'না রাঁধিতে আমায়;
তেল, নুন ঘরে নাই? না থাকুক পোড়া ছাই,
ফেনে ফেনে দুটী ভাত দে মা দুজনায়!
চাইনা মা মাছ দুধ, রেঁধে দে মা শুধু খুদ,
আর কিছু না থাকে মা, ক্ষতি নাহি তায়,
যা' হয়, দে'না মা খেতে, মরি যে ক্ষুধায়।

৩

কি দিবি, দেনা, মা, খেতে মরি যে ক্ষুধায়,
সেই যে পরশু রেতে, দিয়ে ছিলি দুটী খেতে,
তার পর আর কিছু দিস্‌নি আমায়!
খোকা ত কোলের কাছে, চুপ করে পড়ে আছে,
আর ত কাঁদেনা মাগো! সে বুঝি ঘুমায়!
আমার মা, হল একি, সব অন্ধকার দেখি,
ঘুরিয়া আসিছে মাথা অবসন্ন কায়।
শরীরে নাহিক জোর, ওঠ্‌না মা আজ তোর
কি হয়েছে? আমরা যে বাঁচিনা ক্ষুধায়;
ওঠ্‌না মা, খেতে দেনা পেট জলে যায়।

৪

ওঠ্‌না মা শুয়ে কেন? খেতে দিবি চল্,
দুই তিন দিন ধ'রে, বাবা ত আসেনা, ঘরে
আমরা কাহার কাছে যাই তবে বল?
"খাবার আনিগে," ব'লে, সেই বাবা গেছে চলে,
আর ত এলনা ফিরে, চোকে আসে জল,
যদি মোরা দুটী ভাই, অনাহারে মরে যাই,
খাবার আনিয়ে তবে কি হইবে ফল?
ওঠ্‌না মা, শুয়ে কেন, খেতে দিবি চল।

৫

ওঠ্‌না মা, শু'য়ে কেন বেলা আর নাই,
না দিস্ না দিলি ভাত, আসিছে আঁধার রাত,

শুধু দুটী মুড়ি দে মা, খেয়ে শুতে যাই !
থাকিস্ না চুপ করে, মাটিতে অমন পড়ে,
যা হয় দেনা মা দুটী, দুই ভাইয়ে খাই।
ওঠ্‌না মা, শুয়ে কেন, বেলা আর নাই।
কি দিবি দেনা মা, খেতে আমা দুজনায়!
কত যে খাবার তরে, ডাকৃতিস্ স্নেহভরে
আজ যে ক্ষুধায় মাগো! পেট জ্বলে যায়॥
তবু কি দিবিনা খেতে, দুই দিন দিনে রেতে
না খেয়ে রয়েছি, আর সওয়া নাহি যায়।
কি দিবি দেনা মা খেতে, মরি যে ক্ষুধায়!

৬

ওঠ্‌না মা, শুয়ে কেন, খেতে দিবি চল,
কেন মা! আকুল প্রাণে, দেখিছিস্
মুখ পানে,
বল্ না মা, কেন তোর দুই চোকে জল?
কি কথা বলিস্ ছাই, ঘরে যে কিছুই নাই,
না খেয়ে মরিব তবে? তাই তুই বল!
কি বলিলি?—"খোকা আর জাগিবেনা?
ঘুম তার,
ভাঙ্গিবেনা, সব জ্বালা হয়েছে শীতল!"
আমারো কি এই ভাবে, না খেয়ে পরাণ
যাবে,
বাবা আর আসিবে না? কুরাল সকল?
কি হবে উপায় তবে, বল্ মা, বল্ বল।*

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
দাকুপী, খুলনা।

* ইহা একটী নিদারুণ সত্য ঘটনা। গৃহে পত্নী ও সন্তানদ্বয়কে উপবাসী রাখিয়া কোন কৃষক বহু কষ্টে একটী টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক বাজারে গিয়া, ৸৵০ আনা মূল্যে ১৫ সের চাউল ক্রয় করিয়া তাহা এক দোকানে রাখে, বাকী ৶০ আনায় আহারের অপরাপর উপকরণ সংগ্রহ জন্য হাটের অপর অংশে গমন করে। কিয়ৎকাল অন্তে প্রত্যাগত হইয়া হতভাগ্য দেখিতে পায়, যে, তাহার চাউলের পুটলিটী চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘরে গেলে পুত্র দুইটী "বাবা কি এনেছ" বলিয়া কাছে গেলে সে তাহাদিগকে কি দিয়া প্রবোধ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতভাগ্য সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কৃষকের একটী পুত্র অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার পর কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির যত্নে কৃষকপত্নী ও তাহার ৭ বৎসর বয়সের অপর পুত্রটী আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। চাউলচোর ধরা পড়িয়াছিল ও কঠোর কারাদণ্ডে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি এই ঘটনাটী প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

২৯।১ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আন্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 531. November, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩১ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩১৪। নবেম্বর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিঃ হার্ডি—গত ১৩ই অক্টোবর, রবিবার, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডি প্রেসিডেন্সি জেল দেখিবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

মৃত্যু—বিগত ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপী মোহন রায় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে কলিকাতাবাসীরা একজন বহুদর্শী সুযোগ্য চিকিৎসক হারাইলেন।

কংগ্রেস—এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন নাগপুরে হইবার কথা ছিল; কিন্তু সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ হওয়াতে তথায় অধিবেশন বন্ধ হইবার কথা হইতেছে। যদি নাগপুরে কংগ্রেস না হয়, তবে মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ কংগ্রেস করিতে প্রস্তুত আছেন।

বৃত্তি—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

মূক ও বধির বিদ্যালয়—বিগত আদম সুমারির রিপোর্টে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশের সকল জেলা অপেক্ষা বীরভূম জেলায় মূক ও বধিরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য তত্রত্য জেলার সহৃদয় জজ মিঃ কেদার নাথ রায় ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফষ্টার মহোদয়দ্বয় একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া ঐরূপ একটী স্কুল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সভায় ইতিমধ্যেই অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

দান—অনাথ নিরাশ্রয় হিন্দু বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য দেরাডুনের লালা লক্ষ্মী চাঁদ রায় এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।